গাজাবাসীকে উচ্ছেদের ক্ষমতা কারো নেই: এরদোগান

সারে-জমিন

বাজেট অধিবেশনে কেন্দ্রের বঞ্চনা নিয়ে সরব রাজ্যপাল

রূপসী বাংলা

লাখো মানুষের আমেরিকান হওয়ার স্বপ্ন আটকে সীমান্তে

সম্পাদকীয়

মৃত ভিক্ষুক, বাড়িতে গচ্ছিত লাখ টাকা!

সাধারণ

ওয়ানডে অভিষেকে ব্রিটকজের বিশ্ব রেকর্ড

খেলতে খেলতে

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

মঙ্গলবার
১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫
২৮ মাঘ ১৪৩১
১২ শাবান ১৪৪৬ হিজিরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 41 ■ Daily APONZONE ■ 11 February 2025 ■ Tuesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষার প্রথম দিন নির্বিঘ্নে

মতিয়ার রহমান ● কলকাতা

আপনজন: সোমবার ছিল এ বছরের মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষার প্রথম দিন। দু-একটি ছোট ঘটনা ছাড়া মোটের উপর শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হয়েছে মাধ্যমিকের প্রথম দিনের পরীক্ষা। অপরদিকে মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষাও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে। সোমবার দুপুরে উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রামের মাইকেলনগরে একটি মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শনের পর পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় সাংবাদিকদের জানান, দু-একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া এদিন মোটের উপর ভালোভাবেই মিটেছে প্রথম ভাষার পরীক্ষা। কোথাও কোনও বড় ধরনের সমস্যা হয়নি । তবে, আলিপুরদুয়ারে পরীক্ষা কেন্দ্রের ভিতর থেকে একটা মোবাইল উদ্ধার হয়েছে । কলকাতার একটি স্কুলে নকল অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে এক পরীক্ষার্থী প্রবেশ করেছিল । একটি পরীক্ষা কেন্দ্রে বোনের জায়গায় পরীক্ষা দিতে এসেছিল তার দিদি। এই ধরনের ঘটনাগুলি ব্যতিরেকে সব স্কুলই যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে দেখে শুনে মাধ্যমিক পরীক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করেছে । শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য পর্ষদের পক্ষ থেকে আমরা ত্রিস্তরীয় ব্যবস্থা করেছি। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি আবু তাহের কামরুদ্দিন এই প্রতিবেদককে জানান, প্রতিটি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডভাইসরি কমিটিতে থাকা শিক্ষকরা বিভিন্ন জেলার পরীক্ষা কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন। সরকারি আধিকারিকরা পরিদর্শন করেছেন। সব জায়গায় সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় স্থানীয় পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের তরফে পানীয় জলের বোতল, ফুল, পেন দিয়ে পরীক্ষার্থীদের অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে। কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর মেলেনি। এদিন মাদ্রাসা পর্ষদ অফিসে বসে দিনভর পরীক্ষাকেন্দ্রের খবর নিয়েছেন আবু তাহের কামরুদ্দিন।

দিল্লিতে আপ-কংগ্রেস জোট হলে ফল ভিন্ন হত: তৃণমূল নেত্রী

২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল একাই লড়বে: মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার বলেছেন যে রাজ্যে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস একাই চলবে, কংগ্রেস বা অন্য কোনও দলের সাথে জোট গঠনের কোনও সম্ভাবনা উড়িয়ে দেবে।

বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের আগে দলের সাংসদদের বৈঠকে তৃণমূল সুপ্রিমো দু'তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আগামী বছর নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী বলে জানিয়েছেন। কংগ্রেস দিল্লিতে আম আদমি পার্টিকে সাহায্য করেনি। হরিয়ানায় আম আদমি পার্টি কংগ্রেসকে সাহায্য করেনি। দুই রাজ্যেই জয়ী হয়েছে বিজেপি। সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। কিন্তু বাংলায় কংগ্রেসের কিছুই নেই। আমি একাই লড়ব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দলের বিধায়কদের বলেছেন, আমরা একাই যথেষ্ট। কারও সাহায্যের প্রয়োজন হবে না। মোট আসনের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসন পেয়ে টানা চতুর্থবারের মতো রাজ্যে সরকার গঠন করবে দল।

দলীয় সূত্রের খবর, রুদ্ধদ্বার বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিজেপি বিরোধী ভোট যাতে ভাগ না হয়, তার জন্য সমমনোভাবাপন্ন দলগুলির মধ্যে সমঝোতা থাকতে হবে।তা না হলে জাতীয় স্তরে বিজেপিকে আটকানো ভারতীয় গোষ্ঠীর পক্ষে কঠিন হবে।

তৃণমূল নেত্রী দলীয় বিধায়কদের সতর্ক থাকতে বলেছেন, কারণ বিজেপি নির্বাচনে জিততে ভোটার তালিকায় বিদেশিদের নাম অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করতে পারে।

সূত্রের খবর, বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, দলের ইউনিটগুলিকে রাজ্যস্তর থেকে বুথ স্তর এবং বিভিন্ন শাখায় ঢেলে সাজাবেন।

নির্বাচনের এক বছরের কিছু বেশি সময় বাকি থাকায় মমতা বিধায়কদের পুরানো এবং নতুন দলীয় কর্মীদের সাথে কাজ করার এবং নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় জনগণের সাথে যোগাযোগ বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

দলের সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনীতিবিদদের অবসরের বয়স দেওয়ার পক্ষে, অন্যদিকে মমতা দলের পুরনো রক্ষীকে ছাড়তে রাজি নন। অভিষেক সংগঠনে রদবদলের সুপারিশ জমা দিলেও নতুন পদাধিকারী বাছাইয়ের জন্য ২৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রবীণ নেতা অরূপ বিশ্বাসকে প্রতিটি পদের জন্য তিনটি করে নাম প্রস্তাব করতে বিধায়কদের নির্দেশ দিয়েছেন মমতা। সূত্রের খবর, খুব শীঘ্রই ব্লক স্তরের বিভিন্ন কমিটির নাম চূড়ান্ত করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা এদিন বিধায়কদের উদ্দেশে বলেন, তাঁর নিজের কোনও পরিবার নেই । মমতার কথায়, "আপনারাই আমার পরিবার। দলে সকলকে একসঙ্গে চলতে হবে। একসঙ্গে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। দিল্লিতে বিজেপির জয় নিয়ে আরও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, দিল্লির সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে দিল্লির কংগ্রেস যদি আম আদমি পার্টিকে সমর্থন করত, তাহলে ভোটের ফলাফল অন্যরকম হত। দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোটের শরিক আপের বেশ কয়েকজন নেতার হার নিয়ে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে নদিয়া জেলার তৃণমূল বিধায়কের কথায়, দিদি মনে করেন কংগ্রেসের প্রায় ৫ শতাংশ ভোট পাওয়া ফলাফলে প্রভাব ফেলেছে। দিদি বলেন, কংগ্রেস যদি কিছুটা নমনীয়তা দেখাত এবং আম আদমি পার্টির সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতায় পৌঁছত, তাহলে ফল অন্যরকম হত।হরিয়ানাতেও আপ কংগ্রেসকে সমর্থন করেনি বলেও দাবি করেন তিনি। তাঁর বিশ্বাস, দুই জোট শরিক একসঙ্গে লড়লে হরিয়ানায় ক্ষমতায় ফিরত না বিজেপি।

২৬ হাজার শিক্ষক নিয়োগের রায় স্থগিত রাখল সুপ্রিম কোর্ট

আপনজন ডেস্ক: কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে চাকরি বাতিল হওয়া ২৫৭৫৩ জন পরীক্ষার্থীর ভাগ্য এখনও নির্ধারিত হল না। সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্র অনুযায়ী, দীর্ঘ শুনানি শেষে সোমবার রায়দান আপাতত স্থগিত রাখল সুপ্রিম কোর্ট। ২০২৪ সালের ২২ এপ্রিল কলকাতা হাইকোর্ট একলপ্তে ২৬ হাজার চাকরি বাতিল করে দিয়েছিল। এঁরা সকলেই ২০১৬ সালে স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিযুক্ত হয়েছিলেন। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে রাজ্য সরকার। প্রায় ১০ মাস ধরে বিভিন্ন সময় শুনানি হয়েছে। মোট ১২৪টি আবেদনের শুনানির পর দেশের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ সোমবার জানিয়েছে, শুনানি শেষ। আপাতত রায়দান স্থগিত থাকছে ।

এদিনের শুনানিতেও নতুন করে ওএমআর শিটের প্রসঙ্গ উঠে আসে। শীর্ষ আদালত জানতে চায়, কোন ওএমআর শিট ঠিক আর কোনটা ভুল সেটা রাজ্য সরকার বুঝতে পারছে না কেন ? পশাপাশি আবারও আসে যোগ্য এবং অযোগ্য প্রার্থীদের আলাদা করার প্রসঙ্গটি। এই মামলার বিভিন্ন পক্ষের হয়ে সওয়াল করেছেন মুকুল রোহতগি, রঞ্জিত কুমার, অভিষেক মনু সিংভি, পিএস পাতওয়ালা, মনিন্দর সিং, শ্যাম দিওয়ান, প্রশান্ত ভূষণ, করুণা নন্দী, মিনাক্ষী আরোরার মতো বিশিষ্ট আইনজীবীরা। এর আগে গত ১৯ ডিসেম্বর থেকে মামলায় চূড়ান্ত শুনানি শুরু করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। এরপর জানুয়ারি মাসের ১৫ এবং ২৭ তারিখও মামলাটি শোনে আদালত। তারপর আজকের শুনানি। শুনানি শেষে রায়দান স্থগিত রাখল শীর্ষ আদালত। রাজ্য সরকারের পাশাপাশি চাকরি প্রার্থীদের তরফেও আদালতে মামলা করা হয়। ঘটনার সূত্রপাত ২০১৬ সালে। এসএসসি-র মাধ্যমে নিয়োগ করা হয় প্রায় ২৫৭৫৩ হাজার শিক্ষককে। পরবর্তী সময়ে দেখা যায় ওএমআর শিটে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। ঘটনায় সিবিআই তদন্ত হয়। পরে চাকরি বাতিল করে কলকাতা হাইকোর্ট। ২০২৪ সালের ২২ এপ্রিলের সেই রায় চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছে রাজ্য প্রশাসন। সেই মামলার শুনানি সোমবার শেষ হল।

এ্যাসোসিয়েশন অফ্ স্কুল ফাইনাল/ মাধ্যমিক/ হাই মাদ্রাসা/হায়ার সেকেণ্ডারী পাসড্ পারশনস্ ইন থার্ড ডিভিশন অফ ওয়েষ্ট বেঙ্গল

বিজ্ঞপ্তি

ওয়েষ্ট বেঙ্গল নন ফরম্যাল এডুকেশন সেন্টার টিচার্স এ্যাসোসিয়েশন / এ্যাসোসিয়েশন অফ্ স্কুল ফাইনাল/ মাধ্যমিক / হাই মাদ্রাসা /হায়ার সেকেণ্ডারী পাসড্ পারশনস্ ইন থার্ড ডিভিশন অফ ওয়েষ্ট বেঙ্গল-এর যথাক্রমে কেস নম্বর W.P. No. 3473 (W) of 1999 CAN No. 9011 of 2010/ WPA No. 7682 of 2021 পক্ষ হইতে এ্যাসোসিয়েশনের সমস্ত সদস্য সদস্যাগণকে জানানো যাইতেছে যাহাদের বয়স ৬০ বৎসর পূর্ণ হয় নাই, তাহাদের বিষয়টি ই.সি. ক্যাটাগরি হিসাবে মহামান্য আদালতের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয়া মা-মাটি-মানুষের সরকার বাহাদুরের উদারতায় লেবার ডিপার্টমেন্ট সহ মাস এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক মহামান্য আদালতের রায়কে কার্যকরী করার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকল সদস্য/সদস্যাগণ-এর নথিপত্র সহ ডিপার্টমেন্ট-এর নিকট হাজির থাকিয়া প্রমাণপত্রসহ ডিপার্টমেন্ট-এর নিকট প্রদান করিতে হইবে।

এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে মোট ২০০০ সদস্য সদস্যাকে লইয়া দীর্ঘদিন এই আন্দোলন চালানো হইতেছে। ইহা আপনারা অবগত রইয়াছেন আপনাদের দেওয়া দায়িত্ব আমি ড. মোহাঃ শাহাজাহান মল্লিক নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া আসিতেছি। আপনাদের অনুরোধ জানানো যাইতেছে (তিন) দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিয়া নিজ নিজ নন ফরমাল-এর প্রমাণপত্র ডিপার্টমেন্টের নিকট জমা করিয়া ডিপার্টমেন্টকে সহযোগিতা করিয়া নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে ব্রত হউন।

এই নম্বরে যোগাযোগ করুন- 6297191438 / 6291501599

এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে
ড. মোহাঃ শাহাজাহান মল্লিক
সাধারণ সম্পাদক

প্রথম নজর

ফেলে আসা অ্যাডমিট এনে পরীক্ষার্থীদের দিলেন পুলিশ

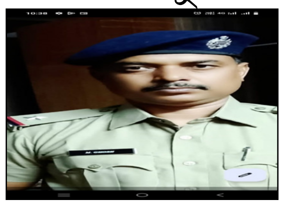

আলফাজুর রহমান ● তেহট্ট

আপনজন: মাধ্যমিক পরীক্ষার দিন মানবিকতার পরিচয় দিলেন পুলিশ। পুলিশের মানবিকতার কারণে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে পারল দুই পরীক্ষার্থী। এতে করে খুশি দুই পড়ুয়া ও তার পরিবার। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বার্নিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের পড়ুয়া রেখা প্রামাণিক। হাঁসপুকুরিয়া বিদ্যাপীঠে তার পরীক্ষা কেন্দ্র। কিন্তু তার কাছে ছিল না অ্যাডমিড কার্ড। বার্নিয়া পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মানব ঘোষ তা জানতে পেরে পড়ুয়াকে সাথে নিয়ে বার্নিয়ার স্কুলে যায়। এরপর স্কুল থেকে সেই কার্ড নেওয়ার পর তাকে হাঁসপুকুরিয়া বিদ্যাপীঠে পৌঁছিয়েও দেন। আরো জানা গিয়েছে, হাঁসপুকুরিয়া বিদ্যাপীঠের পড়ুয়া লতিকা বিশ্বাস। তার পরীক্ষা কেন্দ্র বার্নিয়া উচ্চ বিদ্যালয়। সে অবশ্য অ্যাডমিড কার্ড বাড়িতে রেখে এসেছিল। বার্নিয়া থেকে তার বাড়ি অনেকটাই ভিতরে। এই কথা জানার পর ঐ পুলিশ কর্মী মানব ঘোষ নিজের গাড়িতে তাকে নিয়ে রওনা দেয়। তবে অ্যাডমিড নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে ৪ মিনিট দেরিতে পৌঁছায় লতিকা । তবে পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে সে বলে, "পরীক্ষা ভালোই হয়েছে। পুলিশ আমার খুব সাহায্য করেছে।"

হাই মাদ্রাসা আলিম, ফাজিল পরীক্ষা কড়া নজরে

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: সোমবার থেকে শুরু হল আলিম, ফাজিল ও হাই মাদ্রাসার পরীক্ষা। গোটা রাজ্যের সঙ্গে উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকের কান্তিরপা এন কে সিনিয়র মাদ্রাসাতেও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষার্থীরা যথাযথ সময়ে সেন্টারে প্রবেশ করেন। মাদ্রাসা শিক্ষা পরিষদের নির্দেশ অনুযায়ী, প্রবেশের জন্য এডমিট কার্ড ও রেজিস্ট্রেশন কার্ড বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়া, মোবাইল ফোন, স্মার্টওয়াচ ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিষিদ্ধ।

এই পরীক্ষা কেন্দ্রে মোট ৩৭১ জন পরীক্ষার্থী রয়েছে, যার মধ্যে ২৭২ জন মেয়ে এবং ৯৯ জন ছেলে। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পরীক্ষা পরিচালনার জন্য প্রশাসন ও কর্তৃপক্ষ তৎপর রয়েছে।

পরীক্ষার্থীদের ফুলেল শুভেচ্ছা কাজলের

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: সকল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকে মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনে নানুর বিধানসভার নানুর সি.এম. উচ্চ বিদ্যালয়ে আগত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের গোলাপ ফুল, পেন,জলের বোতল প্রদান ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। সকলের পরীক্ষা ভালো হোক এই শুভকামনা জানান কাজল শেখ।

আক্রান্ত বনকর্মী, বাঘ ধরতে পাতা হয়েছে খাঁচা দেওয়া টোপ

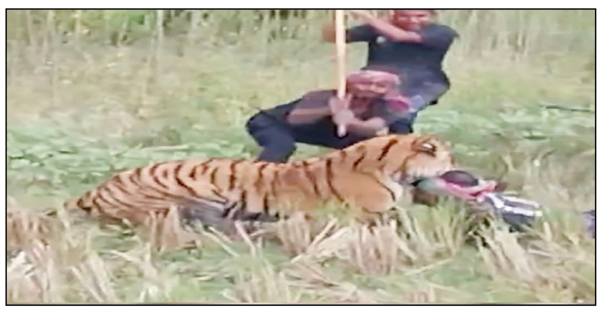

হাসান লস্কর ● কুলতলি

আপনজন: মৈপিঠ নগেনাবাদ এলাকায় জঙ্গলের বাঘ সবজি বাগানে। আর সেখানে কাজ করছিলেন ভিম মণ্ডল নামের এক মজুর। এলাকাবাসী বনকর্মী ও কুইক রেসপন্স টিমের সদস্যদের বাঘ বাঘ শব্দের চিৎকার ও চেচামেচি-তাতেই ওই মজদুর এদিক ওদিক না তাকিয়ে পাশে ছিল সজনে গাছ আর তাতেই চড়ে বসে। বনকর্মীরা ও কুইক রেসপন্স টিমের সদস্যরা ওই কৃষককে বাঘের কবল থেকে রক্ষা করতে বাঘের পিছনে তাড়া করতে করতে আসে। বাঘ তার গতিপথ পরিবর্তন করে কুইক রেসপন্স টিমের সদস্য ৪৩ বছরের গণেশ শ্যামলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাতেই গণেশের শরীরের একাধিক জায়গায় বাঘ আচড় ও কামড় মারে। সাথে থাকা সহকর্মীরা বাঘের মুখ থেকে লাঠি দিয়ে বাঘ কে তাড়িয়ে গনেশকে তড়িঘড়ি নিয়ে আসে মৈপিঠ কোস্টাল থানার পুলিশ ভ্যানে। বেশকিছু পথ যাবার পর গাড়িটি বিকল হয়ে পড়ায় সানকিজাহান এলাকার বাসুদেব মন্ডলের এম্বুলেন্সে তুলে জয়নগর কুলতলী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায় । সেখানে কুলতলীর বিধায়ক গনেশচন্দ্র মন্ডলের প্রতিনিধি দল ও কুলতলী থানার আইসি ফারুক রহমান উপস্থিতিতে জয়নগর কুলতলী গ্রামীন হাসপাতালের বি এম ও এইচ অয়ন্তিকা মন্ডলের পক্ষ থেকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ফ্রিতে অ্যাম্বুলেন্সে দিয়ে,তাকে নিয়ে জেলা হাসপাতাল, পিজির উদ্দেশ্যে যায়। পরে পিজি টমাকেয়ারে রেখে চলছে অত্যাধুনিক চিকিৎসা ।

কুলতলীতে এবছরে ২৬ বার জঙ্গলের রয়েল বেঙ্গল টাইগার জঙ্গল সংলগ্ন বন ও লোকালয়ে এল।এই মুহূর্তে চলছে মাধ্যমিক পরীক্ষা আর তার উপরে বাঘের আতঙ্ক এ যেন মরার উপর খাড়ার ঘা। বিদ্যুৎ এর ভোল্টেজ ঠিকমতো না থাকাই মিটমিট করে জ্বলছে আলো।

প্রায় এক কিলোমিটারের কাছাকাছি ফেন্সিং নেট দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে সবজি ক্ষেত। বাঘকে বন্দী করতে পাতা হয়েছে খাঁচা তাতেও টোপ দেয়া হয়েছে।

বাড়ি পোড়ার পর এবার মাধ্যমিকের প্রথম দিনে বাবাকে হারাল রেনুইয়া

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: জীবনের প্রথম বড় মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার আগেই পরিবারে নেমে এল গভীর শোকের ছায়া বাগনানের হাল্যান এলাকায়। উল্লেখ্য, বাগনানের হাল্যান হাই স্কুলের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী রেনুইয়া খাতুন এর বাড়ি পুড়েছিল কদিন আগেই! বাড়িতে থাকা পুড়ে বই,খাতা এমনকি মাধ্যমিকের এডমিট কার্ড ছাই হয়ে গিয়েছিল। এমনকি সামান্য আহত হয়েছিল রেণুইয়া। পরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বসার জন্য তার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। সোমবার রেনুইয়া বাড়ি থেকে বেরিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্র রুপাসগড়ি হাইস্কুলে পৌঁছেও যায়। এদিকে খবর আসে তার আহত বাবা রিয়াজুল আলম মারা গিয়েছেন। তবে ওই ছাত্রীর কাছে সেই খবর পৌঁছানো হয়নি।ওই ছাত্রীর বাবা আহত হয়ে প্রথমে উলুবেড়িয়া মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল এবং পরে কলকাতার হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। সেখানেই তিনি মারা যান। এদিকে পরীক্ষার পর ওই ছাত্রীকে কিছুক্ষণের জন্য নিজের বাড়িতে নিয়ে যান গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মাসুদ রহমান। সেখানেই তাকে কিছুটা ধাতস্থ হওয়ার পর সন্ধ্যার দিকে বাবার মৃত্যুর সংবাদ জানানো হয়। মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পরই কান্নায় ভেঙে পড়ে ওই পরীক্ষার্থী!এদিকে মঙ্গলবার তার ইংরেজি পরীক্ষা।প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে শর্ট সার্কিট থেকে বাগনানের খাড়োল পাড়ায় রেণুইয়াদের বাড়িতে আগুন লেগে যায়। ভষ্মীভূত হয়ে যায় দোতলা বাড়ি। পুড়ে যায় রেনুইয়ার বই, খাতা,এডমিট কার্ড।ঘটনার পরেই ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাকে বই দেওয়া হয় এবং এডমিট কার্ডের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

অন্ধ ভিক্ষুকের কন্যার পরীক্ষা সহায়তায় পুলিশ

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: চুঁচুড়া চকবাজারের বাসিন্দা স্নেহা হালদার হুগলি গার্লস স্কুলের ছাত্রী। বাড়ির কাছেই স্কুলে এতদিন পড়াশোনা তার। কিন্তু মাধ্যমিকের সিট পড়েছে শিক্ষা মন্দির স্কুলে। বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে। কী ভাবে পরীক্ষা দিতে যাবে? ভাবনা ছিল। স্নেহার মা শিবানী ও বাবা মৃত্যুঞ্জয় দৃষ্টিহীন। ট্রেনে ভিক্ষা করেন। তাদেরই পথ চলতে মেয়ের সাহায্য নিতে হয়। তাই কীভাবে মেয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছবে, রীতিমতো চিন্তায় ছিল সে। তখনই সহায় হলেন পুলিশ কর্মী সুকুমার উপাধ্যায়।

সুকুমার চন্দননগর পুলিশের কনস্টেবল। দৃষ্টিহীনদের নিয়ে কাজ করার সুবাদে স্নেহার মা বাবার সঙ্গে তাঁর পরিচয়।স্নেহার মা সুকুমারকে ভাইফোঁটা দেন। স্নেহার মাধ্যমিক পরীক্ষা। তাই তাকে পেন-বোর্ড ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে দেন পুলিশ মামা। যে স্কুলে সিট পড়েছে, সেই স্কুল গতকাল দেখিয়ে নিয়ে আসেন বাইকে বসিয়ে। পুলিশের কাজে ছুটি নেই। কখন কোথায় যেতে হয়। তাই স্নেহাকে পরীক্ষা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেও ভাবনায় থাকেন যদি সময়ে যেতে না পারেন,যদি কাজ এসে যায়! তবে সোমবার প্রথম পরীক্ষার দিন দূরে কোথাও কাজে যেতে হয়নি। তাই স্নেহাকে নিয়ে সকাল সকাল পরীক্ষা কেন্দ্রের দিকে রওনা দেন তিনি। পরীক্ষায় ভালো ফল করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায় স্নেহা। মা বাবার সহায় হতে চায়। ভাইকে বড় করতে চায়। পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে স্নেহা বলল, যে কষ্ট আমাদের জন্য মা বাবা করছেন তাদের জন্য কিছু করতেই হবে।

বাজেট অধিবেশনে কেন্দ্রের বঞ্চনা নিয়ে সরব রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: সোমবার রাজ্য বিধানসভায় বাজেট অধিবেশন রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে দিয়ে শুরু হল।

রাজ্য বাজেট অধিবেশনের ভাষণে কেন্দ্রের আর্থিক অনুদানে এই রাজ্যের প্রতি বঞ্চনা নিয়ে সরব হলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। একই সঙ্গে তিনি বিগত দুর্গাপুজো, কালীপুজো সহ সমস্ত উৎসব এবং গঙ্গাসাগর মেলা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য রাজ্য প্রশাসনের ভুয়সী প্রশংসা করেন।

রাজ্যপাল তার ভাষণে সম্প্রতি অষ্টম বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিটে অসাধারণ সাফল্যের বিষয়টি তুলে ধরে সেখানে ২০টি দেশের অংশগ্রহণ এবং বাণিজ্য জগতের বহু রথী-মহারথীর যোগদানের বিষয়টি আলোকপাত করেন। পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে শীর্ষস্থানের কথা উল্লেখ করে দক্ষতা বিকাশের ক্ষেত্রে প্রথম সামাজিক ক্ষেত্রে প্রথম আনন্দধারা প্রকল্পের অধীনে সহায়ক গোষ্ঠী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রথম সংখ্যালঘু বৃদ্ধি প্রদানের ক্ষেত্রে প্রথম ও অনু ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প উদ্যোগের সংখ্যা নিরিখে প্রথম স্থান অধিকার করার বিষয়টি তুলে ধরেন সংখ্যাতত্ত্ব অনুসারে। এর পাশাপাশি তিনি কেন্দ্রের সহায়তা না পাওয়ার ফলে ১০০ দিনের কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়া আবাস যোজনা ও গ্রামীণ সড়ক নির্মাণের কাজে সবার প্রথমে থাকার বিষয়টিকে উল্লেখ করে রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের আর্থিক অনুদানের বিষয়টি ও বঞ্চনার কথা উল্লেখ করেন। রাজ্যপাল তার ভাষণে দুয়ারে সরকার সারা বিশ্বের মধ্যে বৃহত্তম সরকারি পরিষেবা প্রধান কারী প্রকল্প বলে উল্লেখ করেন। কৃষি ক্ষেত্রে বাংলা শস্য ফলনের ঘনত্বে দেশের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান নেওয়ার বিষয়টিকে সামনে এনে দেশের প্রধান রাজ্যগুলোর মধ্যে এই রাজ্য দারিদ্র দূরীকরণের ক্ষেত্রে প্রথম স্থান অধিকার করেছে সেই বিষয়টিও তার ভাষণে তুলে ধরেন। রাজ্য সরকারের কাছে সর্বপেক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হল নারী ক্ষমতায়ন। তাই লক্ষীর ভান্ডার ,কন্যাশ্রী, রূপশ্রীর মতো বিভিন্ন কর্ম প্রকল্পগুলির কথা উল্লেখ করে রাজ্যপাল জানান, পশ্চিমবঙ্গ সরকার দরিদ্র ব্যক্তি মা শিশু বৃদ্ধ এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী ব্যক্তিদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে উচ্চমানের চিকিৎসা দেওয়ার বিষয়টি সামনে এনে রাজ্যপাল তার ভাষণে এই ধরনের বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নতুন নতুন শিখর এই রাজ্য স্পর্শ করেছে বলে উল্লেখ করেন।

আত্রেয়ী ড্যামের পাশের বাঁধে ধ্বস

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: আত্রেয়ী ড্যামের পাশের বাঁধে ধ্বস। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহর লাগোয়া চকভৃগু এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা, জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল সহ সেচ দপ্তরের আধিকারিকেরা।জানা গিয়েছে, জলের স্রোতে ড্যামের উপরে থাকা লোহা আস্তরণ ভেঙে পড়ে। ভেঙে যায় লোহার কংক্রিট। এর ফলেই আতঙ্ক ছড়ায় এলাকাবাসীদের মধ্যে। নিম্নমানের কাজ হয়েছে বলেই প্রতিবাদ জানাতে থাকেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অন্যদিকে, এই ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। যদিও বর্তমানে বাঁধের ভেঙ্গে যাওয়া অংশ দিয়ে যাতে জল না ঢুকতে পারে তার জন্য বালির বস্তা দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে সেচ দপ্তর।

এছাড়াও জলের গতিবেগ কমানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এ বিষয়ে এলাকাবাসী সোমা চক্রবর্তী জানান, 'যখন এই কাজটি এখানে করা হয়েছিল আমরা বুঝতে পারিনি এত বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। আমরা সকলেই খুব আতঙ্কে রয়েছি!' এ বিষয়ে বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডক্টর সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'সরকার টাই হেলে রয়েছে। দুদিন পর সরকার টাই চলে যাবে। মুখ্যমন্ত্রীর চিন্তাভাবনা মোঃ বিন তুঘলক এর মত। কোনরকম পরিকল্পনা ছাড়াই তিনি সেখানে বাধ নির্মাণ করেছেন। কাটমানি খেয়ে বাঁধ নির্মাণ হয়ে করা হয়েছে। এর ফলে বাঁধ ভাঙ্গার ঘটনা ঘটেছে।' এ বিষয়ে জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা জানান, 'আপাতত ভয়ের কোন বিষয় নেই। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সেচ দপ্তরের তরফে আপাতত বালুর বস্তা দিয়ে ফাটল মেরামতির কাজ চলছে। টেকনিক্যালি সম্পূর্ণ বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য আগামীকাল একটি টিম এখানে আসবেন।'

বাঁকুড়ায় নির্বিঘ্নে হল মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষা

আব্দুস সামাদ মন্ডল ● বিষ্ণুপুর

আপনজন: নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল বাঁকুড়া জেলা জুড়ে মাদ্রাসা বোর্ডের প্রথম দিনের পরীক্ষা। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পাশাপাশি একই দিনে শুরু হয় মাদ্রাসা বোর্ডের হাই মাদ্রাসা মাধ্যমিক, সিনিয়র মাদ্রাসার আলিম ও ফাজিল পরীক্ষা।বাঁকুড়া জেলার মোট পাঁচটি পরীক্ষা কেন্দ্রে ৭০৯'জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেয়।

লাল বাঁধ হোসেনিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা ও বগডহরা সিদ্দিকিয়া হাই মাদ্রাসা মোট ২৬৮ জন ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দেয় রাজপুর হাই মাদ্রাসা পরীক্ষা কেন্দ্রে।

কেঠার ডাঙ্গা হাই মাদ্রাসা সম্মিলনী হাই মাদ্রাসা ও নতুনগ্রাম আহমদিয়া, হাই মাদ্রাসার ১২৮ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দেয় নামোআঁচুড়ি হাই স্কুল পরীক্ষা কেন্দ্রে। রসুলপুর হাই মাদ্রাসা ও জিনকরা হাই মাদ্রাসা দুটি বাঁকুড়া জেলার মধ্যে হলেও যাতায়াতের সুবিধার জন্য বর্ধমান জেলার নিশ্চিন্তপুর হাই মাদ্রাসা পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা দিচ্ছে। কোন সমস্যা ছাড়াই এদিনের বাংলা বিষয়ের পরীক্ষা শেষ হয় নির্বিঘ্নে। মাদ্রাসা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহ পরিদর্শক মলয় কুমার দত্ত জানান, পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের সহযোগিতায় হাই মাদ্রাসা আলিম ফাজিল পরীক্ষা সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

বাঁকুড়া জেলার পাঁচটি পরীক্ষা কেন্দ্রের প্রথম দিনের পরীক্ষা নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হয়েছে।

বগডহরা হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মিরাজুল ইসলাম সাহেব জানান মাদ্রাসা বোর্ডের নির্দেশিকা অনুসরণ করে পরীক্ষা কেন্দ্রের সমস্ত নিয়ম মেনে প্রথম দিনের পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।

রাজপুর হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আব্দুল আজিজ আলম মহাশয়ের জানালেন পরীক্ষা কেন্দ্রের সুপারিনটেনডেন্ট মাননীয় পঙ্কজ বিশ্বাস মহাশয়ের নির্দেশ ও সহযোগিতায় প্রথম দিনের পরীক্ষা কোন সমস্যা ছাড়াই সম্পন্ন হয়েছে,আশা করি বাকি পরীক্ষাগুলিও নির্বিঘ্নে শেষ হবে।

বাঁকুড়া জেলার একমাত্র সিনিয়র মাদ্রাসা লালবাগ হোসেনিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট জনাব মাওলানা ইনসান আলী মহাশয় জানান ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে জানা যায় পরীক্ষা কেন্দ্রের সুন্দর ব্যবস্থাপনায় প্রথম দিনের পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।

প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে মাধ্যমিকে আমিনুল

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: দুই পায়ে হাঁটতে পারে না ঠিকই কিন্তু বন্ধু ও মায়ের কোলে চড়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছালো। শারীরিক বিশেষভাবে সক্ষম আমিনুল শেখ। ছোট থেকেই পড়াশোনার প্রতি টান ও ভালবাসা, তাই প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে আমিনুল সেখ ।মুর্শিদাবাদ জেলার হরিহরপাড়া এলাকায় তার বাড়ি। হরিহরপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এবার পরীক্ষা দিচ্ছে সে। তার সিট পড়েছে হরিহরপাড়া থানার বারুইপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে। সোমবার বন্ধুদের কলে চড়ে পরীক্ষা দিতে আসে হরিহরপাড়া বারুইপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে।

ছোট থেকেই পড়াশোনায় ভাল । স্কুলের পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করে আমিনুল সেখ। আমিনুল বড় হয়ে নিজে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইছে। হরিহরপাড়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বপন কুমার শাসমল তিনি জানান এবছর ৩০২ জন মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে তার মধ্যে একজন শারীরিক বিশেষ ভাবে সক্ষম। সে দুই পায়ে হাঁটতে পারে না ঠিকই কিন্তু নিজে হাতেই পরীক্ষা দেয়। এবারে মাধ্যমিক পরীক্ষায় সকলের সঙ্গে পরীক্ষা দিচ্ছে।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: ২০২৫ এর মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয় সোমবার থেকে। পড়ুয়াদের জীবনের প্রথম বড়ো পরীক্ষা হচ্ছে মাধ্যমিক।তাই পরীক্ষার্থীদের উৎসাহ এবং সাহস যোগানোর লক্ষ্যে বীরভূম জেলা পুলিশের উদ্যোগে এবং সদাইপুর থানার আয়োজনে শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানানো হয়।সদাইপুর থানা এলাকার মধ্যে দুটি পরীক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সকলের হাতে কলম তুলে দেন। সদাইপুর থানার ওসি মহম্মদ মিকাইল মিয়া সহ থানার অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকগণ ও পরীক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানান এবং সকলের হাতে কলম তুলে দেন। পুলিশের এরূপ উদ্যোগে পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকরা সন্তোষ প্রকাশ করেন পাশাপাশি পরীক্ষার্থীদের মধ্যেও উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

পরীক্ষার্থীদের জন্য গাড়ি পাঠালেন ডিএফও

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বিষ্ণুপুর পাঞ্চেত বন বিভাগের ডিএফও নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বন তীরবর্তী এলাকা থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে পাঠালেন নিজেদের গাড়ি করে । আর কিছুক্ষণ পরেই মাধ্যমিক পরীক্ষা, তার আগে বিষ্ণুপুর ও জয়পুর জঙ্গল তীরবর্তী এলাকাগুলিতে কড়া নিরাপত্তা রেখেছে বনদপ্তর। বিষ্ণুপুরের বিভিন্ন জঙ্গল এলাকা থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের নিজেদের গাড়ি করে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দিলেন বন আধিকারিকেরা, জঙ্গল এলাকায় নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ডিএফও এবং এডিএফও ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। বনদপ্তরের এই কাজে খুশি অভিভাবকরা।

ডিএফও সাহেব পরীক্ষার্থীদের হাতে পেন জলের বোতল ও বিস্কুট তুলে দিলেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পরীক্ষার্থীদের ফুলেল শুভেচ্ছা পরীক্ষা কেন্দ্রে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মগরাহাট

আপনজন: হাই মাদ্রাসা, আলিম ও ফাজিল পরীক্ষা শুরু হয়েছে সোমবার। এ দিন সকালে বিভিন্ন মাদ্রাসা, এনজিও, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে পরীক্ষার্থীদের ফুল ও কলম দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয় বিভিন্ন স্থানে । দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার মগরা হাট- ১ নম্বর ব্লকের কেসিলি বরকতিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পক্ষ থেকে পরীক্ষা কেন্দ্রে আগত মোট চারটি হাই মাদ্রাসার তিন শতাধিক পরীক্ষার্থীর হাতে গোলাপ ফুল ও কলম দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয়। প্রথম দিনের পরীক্ষা উৎসবের মেজাজেই সম্পন্ন হয়েছে ও ব্যবস্থাপনা ভাল ছিল বলে জানান তৃণমূল মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠনের আবু সুফিয়ান পাইক।

পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছায় বিধায়ক রহিমা

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: সোমবার শুরু হয়েছে এবছরের মাধ্যমিক এবং পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত হাই মাদ্রাসা,আলিম এবং ফাজিল পরীক্ষা।জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষায় বসার আগে পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানাতে দেগঙ্গার বিধায়ক রহিমা মন্ডল তাঁর বিধানসভা এলাকার বেশ কিছু স্কুলে উপস্থিত হয়েছিলেন।সেখানে তিনি পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন। তিনি পরীক্ষার্থীদের হাতে ফুল, কলম এবং জলের বোতল তুলে দেন।এদিন আরিজুল্লাপুর সিদ্দিকিয়া হাই মাদ্রাসায় বিধায়ক রহিমা মন্ডলের সঙ্গে বারসাতের এ আই (মাদ্রাসা) সেকেন্ডারী মৌসুমী সরকারের নেতৃত্বাধীন মাদ্রাসা বোর্ডের ডিস্ট্রিক্ট লেভেল অ্যাডভাইজারী কমিটির অন্যান্য সদস্য মহঃ মোতালেব মন্ডল, আরসাদুজ্জামান মন্ডল, শওকত হোসেন পিয়াদা,মহঃ আতিয়ার রহমান পরিদর্শন করেন।

অ্যাডমিট কার্ড আনল না ছাত্রী, ত্রাতা পুলিশ

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা মাধ্যমিক দিতে জয়নগর থানার ঢোসা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্যামনগর গোবিন্দপুর মানিক চাঁদ বিদ্যানিকেতন হাইস্কুলের ছাত্রী সামিনা লস্কর তাঁর পরীক্ষা কেন্দ্র ঢোসা চন্দনেশ্বর নবীনচাঁদ হাইস্কুলে পৌঁছে গিয়েছিল। সেখানে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশের সময় সে জানতে পারে অ্যাডমিট কার্ড বাড়িতে ফেলে এসেছে।পরীক্ষা কেন্দ্রে ওই ছাত্রীকে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়।পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে না পেরে কান্নায় ভেঙে পড়ে ওই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী।এমন সময় জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পালের উদ্যোগে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আসরে নামেন জয়নগর থানার ধোসা ফাঁড়ির পুলিশ।তাদের উদ্যোগে ওই ছাত্রীকে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করানো হয়। এদিকে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে ধোসা পুলিশ ক্যাম্পের ওসি এসআই প্রণব মন্ডলের নির্দেশে দুই সিভিক ভলেন্টিয়ার ওই ছাত্রীর বাড়ি শ্যামনগর গ্রামে পৌঁছায়।আধ ঘন্টার মধ্যে সেখান থেকে অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে এসে পরীক্ষা কেন্দ্রে ওই ছাত্রীর কাছে পৌঁছে দেয় তাঁরা। আর পুলিশের এমন মানবিক ভূমিকায় খুশি ওই ছাত্রী সহ তাঁর পরিবার।ভালো ভাবে পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে ঐপরীক্ষার্থী সামিনার লস্কর বলেন,অ্যাডমিট কার্ড আনতে ভুলে গিয়েছিলাম।আর তখন সময় হাতে ছিল না। পরীক্ষা কেন্দ্র অ্যাডমিট কার্ড দেখাতে না পারায় আমাকে বাধা দিয়েছিলেন পরীক্ষা কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা আধিকারীকগণ।আর বিষয়টি পুলিশ প্রশাসনকে জানালে সমাধান হয়।পুলিশের উদ্যোগে পরীক্ষা দিতে পেরে আমার খুব ভালো লাগছে।

প্রথম নজর

রমজানে মসজিদে নববীতে ইফতারে নতুন নিয়ম

আপনজন ডেস্ক: আসন্ন পবিত্র রমজান মাসে মদিনার মসজিদে নববীতে ইফতারের ব্যবস্থা নিয়ে কিছু নতুন নিয়ম জারি করেছে সৌদি কর্তৃপক্ষ। সেই সঙ্গে খাবার সরবরাহকারীদের জন্য নতুন নির্দেশিকা চালু করা হয়েছে। সোমবার সংবাদমাধ্যম গালফ নিউজ এ তথ্য জানায়।
প্রতিবেদনে বলা হয়, পরিষেবা প্রদানকারীদের এই বছর স্ট্যান্ডার্ড মেনুর পাশাপাশি দুটি অতিরিক্ত খাবার অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতি দেওয়া হবে, যা মুসল্লিদের ইফতারের খাবারে আরও বৈচিত্র্য আনবে।
দুই পবিত্র মসজিদের যত্নের জন্য সাধারণ কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট করেছে যে প্রয়োজনীয় ইফতার মেনুতে খেজুর, রুটি, দই, মোড়ানো টিস্যু এবং পানি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
তবে, মদিনার খাবার সরবরাহকারীরা এখন বাদাম, কাপকেক, পাই, মামুল, ক্রিম বা স্টাফড খেজুর জাতীয় আইটেম যোগ করতে পারবেন।
পরিষেবার মান বজায় রাখার জন্য, কর্তৃপক্ষ মদিনার ক্যাটারিং কোম্পানিগুলোকে তাদের তথ্য আপডেট করার এবং প্রয়োজনীয় অনুমতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে। হজ ও ওমরাহ হজযাত্রীদের জন্য ক্যাটারিংয়ে প্রমাণিত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নিবন্ধিত সংস্থাগুলোকেই কেবল ইফতারের খাবার সরবরাহ করার অনুমতি দেওয়া হবে।
সংস্থাগুলোকে কঠোর স্বাস্থ্যবিধি এবং লজিস্টিক প্রয়োজনীয়তাও পূরণ করতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে কমপক্ষে তিনটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত রেফ্রিজারেটেড যানবাহন।
কর্তৃপক্ষ খাদ্যের মান এবং পরিষেবার জন্য উচ্চ মান বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যাতে করে এই পবিত্র স্থানে ইফতারকারীদের জন্য একটি নির্বিঘ্ন অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করা যায়।

টাইমস হায়ার এডুকেশন সাবজেক্ট র‌্যাঙ্কিংয়ে ৮১ ইরানি বিশ্ববিদ্যালয়

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাজ্যভিত্তিক শিক্ষা সাময়িকী টাইমস হায়ার এডুকেশন (টিএইচই) বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে নানা ধরনের র‌্যাঙ্কিং প্রকাশ করে থাকে। এবার প্রকাশ করেছে 'ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি সাবজেক্ট র‌্যাঙ্কিং-২০২৫'।
১১টি ক্যাটাগরিতে প্রকাশিত এ র‌্যাঙ্কিংয়ের ১০টিতে স্থান পেয়েছে ইরানের ৮১টি বিশ্ববিদ্যালয়। আগের বছর ২০২৪ সালে দেশটির ৭৩টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থান লাভ করে।
এই দশটি বিষয়েরর মধ্যে রয়েছে শিল্পকলা এবং মানবিকতা, ব্যবসা এবং অর্থনীতি, ক্লিনিক্যাল এবং স্বাস্থ্য, কম্পিউটার বিজ্ঞান, শিক্ষা, প্রকৌশল, জীবন বিজ্ঞান, ভৌত বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং সামাজিক বিজ্ঞান। একাদশ বিষয় হলো আইন।
ইরানের সেরা র‌্যাঙ্কিং হচ্ছে কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং প্রকৌশল বিভাগে। শিল্প ও মানবিক বিভাগে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় (৪০১-৫০০), মাশহাদের ফেরদৌসি বিশ্ববিদ্যালয় এবং শহিদ বেহেশতি বিশ্ববিদ্যালয় (৫০১-৬০০), আল্লামে তাবাতাবাই বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইসফাহান বিশ্ববিদ্যালয় (৬০১) দেশের মধ্যে প্রথম থেকে তৃতীয় স্থানে রয়েছে।
এই বছর ৭২টি দেশ এবং অঞ্চলের ৭৫০টি বিশ্ববিদ্যালয়কে শিল্প ও মানবিক শাখার বিস্তৃত পরিসরে অবদানের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

ইসলামী বিপ্লবের বার্ষিকী উদযাপনে তেহরানের রাস্তায় হাজার হাজার মানুষ

আপনজন ডেস্ক: ইসলামি বিপ্লবের ৪৬তম বার্ষিকী উপলক্ষে দেশব্যাপী সমাবেশ করেছে ইরান। দিনটি উদযাপন করতে তেহরানের আজাদি স্কয়ার এবং অন্যান্য শহরে বিপুল জনতা রাস্তায় নেমে আসে।
ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অনুষ্ঠানের আগে এক বিবৃতিতে ঐক্য ও স্বাধীনতার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে জনগণকে সমাবেশে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিল। ১৯৭৯ সালের ১০ ফেব্রুয়ারিকে ইসলামি বিপ্লবের চূড়ান্ত দিন হিসেবে চিহ্নিত করে ইরান। এর মধ্য দিয়ে মার্কিন সমর্থিত শাহ মোহাম্মদ রেজা পাহলভির শাসনের অবসান ঘটে। প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামী প্রজাতন্ত্র। আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনির নেতৃত্বে বিপ্লবের ফলে ইরানের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। যার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং আঞ্চলিক মিত্রদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করা। বিপ্লবের পর থেকেই পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে ইরানের সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছে। দেশটির পারমাণবিক কর্মসূচি এবং আঞ্চলিক প্রভাব কমানোর জন্য একাধিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। সোমবার তেহরানে জনতা পতাকা নেড়ে এবং স্লোগান দিয়ে রাস্তায় নেমে আসে। কেউ কেউ ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি এবং ২০২০ সালে মার্কিন ড্রোন হামলায় নিহত কাসেম সোলেইমানির ছবি সম্বলিত ব্যানার বহন করেন।
তাসনিম নিউজ এজেন্সির সংবাদ অনুসারে, ইরানের ১৪০০ হাজারের বেশি শহর-অঞ্চলে এবং ৩৮ হাজার গ্রামে র‌্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শত শত বিদেশি অতিথিও ইরান ভ্রমণ করেছেন বলে জানা গেছে।
ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, ১০ ফেব্রুয়ারির সমাবেশ ইরানি জনগণের ঐক্য ও সম্প্রীতির বহিঃপ্রকাশ এবং স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও নিরাপত্তার মূল্যবান উত্তরাধিকার রক্ষায় জাতীয় ইচ্ছার প্রতিফলন। এটি এই ভূমির মহৎ সন্তানদের ত্যাগ ও উৎসর্গের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। এক বিবৃতিতে বলা হয়, গত ৪৬ বছরে ইরাকের সঙ্গে আট বছরের 'আরোপিত যুদ্ধ', সন্ত্রাসবাদ, নাশকতা, অবৈধ বিদেশি হস্তক্ষেপ, অন্যায্য নিষেধাজ্ঞা এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপসহ অসংখ্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছে ইরান। এই বিধিনিষেধ সত্ত্বেও তেহরান স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং অন্যান্য দেশের সাথে সহযোগিতার উপর জোর দেওয়া অব্যাহত রেখেছে।

ইসরায়েলিদের আলাস্কায় নিয়ে যান: সৌদি কর্মকর্তা

আপনজন ডেস্ক: শক্তিশালী সৌদি শুরা কাউন্সিলের সদস্য ইউসুফ বিন ত্রাদ আল-সাদৌন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর সৌদি আরবের ফাঁকা ভূখণ্ডে একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব নিয়ে উপহাস করেছেন। সৌদি আরব ছাড়াও অন্যান্য আরব দেশ ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর এ মন্তব্যের কঠোর নিন্দা জানিয়েছে।
সাক্ষাৎকারে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র সৌদি ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন নেতানিয়াহু। তার এই মন্তব্য এমন এক সময় এলো, যখন গোটা অঞ্চল গাজার বাসিন্দাদের প্রতিবেশী দেশগুলোতে স্থানান্তর করার বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগে রয়েছে। এদিকে সৌদি আরবের শুরা কাউন্সিলের সদস্য ইউসুফ বিন ত্রাদ আল-সাদুন নেতানিয়াহুর প্রস্তাবের পাল্টা জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উচিত ইসরায়েলের জনগণকে প্রথমে যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা অঙ্গরাজ্যে এবং 'দখল' করার পর গ্রিনল্যান্ডে সরিয়ে নেওয়া।
শুক্রবার সৌদি সংবাদপত্র ওকাজে লেখার সময় আল-সাদৌন মধ্যপ্রাচ্যনীতির প্রতি ট্রাম্পের দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করে যুক্তি দেন, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ উপেক্ষা করা হয়েছে এবং সংলাপের প্রয়োজনীয়তা বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে।
সতর্ক করে সৌদি শুরা কাউন্সিলের এই সদস্য বলেন, 'জায়নবাদী ও তাদের মিত্ররা রাজনৈতিক কৌশল ও সংবাদমাধ্যমে চাপ তৈরি করে রিয়াদের নেতৃত্বকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারবে না।
ট্রাম্প প্রশাসনের সমালোচনা করে আল-সাদৌন বলেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি পররাষ্ট্রনীতি সার্বভৌম ভূমির অবৈধ দখল এবং এর বাসিন্দাদের জাতিগত নির্মূলের চেষ্টা করবে। যা ইসরায়েলি পদ্ধতি এবং মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়।
ইসরায়েলের জন্ম ও বিকাশ সম্পর্কে যারা জানেন তারা এ কথা বোঝেন যে এই পরিকল্পনাটি জায়নবাদীদের তৈরি এবং তাদের দ্বারা অনুমোদিত। শুধু পড়ে শোনানোর জন্য তা হোয়াইট হাউসের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।'
তিনি আরো বলেন, 'ইহুদিবাদী এবং তাদের সমর্থকদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে তারা সৌদি নেতৃত্ব এবং সরকারকে মিডিয়া কৌশল এবং মিথ্যা রাজনৈতিক চাপের ফাঁদে ফেলতে পারবে না।'
সৌদি শুরা কাউন্সিল হলো একটি পরামর্শমূলক পরিষদ। আইন প্রণয়ন ও নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে রাজাকে পরামর্শ দেওয়াই এটির প্রধান কাজ। তবে আইন প্রণয়নে তাদের পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা নেই। রাজাই এর সদস্যদের নিয়োগ দেন।
সৌদি আরব জানিয়েছে, ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ওপর নির্ভর করে।

গাজাবাসীকে উচ্ছেদের ক্ষমতা কারো নেই: এরদোগান

আপনজন ডেস্ক: তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়িপ এরদোগান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফিলিস্তিনিদের সরিয়ে ফেলার পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করেছেন। ট্রাম্প সম্প্রতি ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর সঙ্গে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে গাজার দুই মিলিয়নের বেশি ফিলিস্তিনিকে উচ্ছেদ করে অঞ্চলটির পুনর্গঠনের প্রস্তাব দেন। এ পরিকল্পনা বিশ্বজুড়ে নিন্দার মুখে পড়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, গাজা যুদ্ধ শেষের পর এই উপত্যকাকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর করবে ইসরায়েল। উপত্যকার বাসিন্দাদের অন্য কোথাও পুনর্বাসিত করা হবে। এর আগে চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন, তিনি গাজা উত্যকা থেকে ফিলিস্তিনিদের সরিয়ে নিয়ে মিসর এবং জর্দানে পুনর্বাসিত করতে চান। গাজা পরিষ্কার করে সেখানে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কথাও বলেন তিনি। এদিকে রিসেপ তাইয়িপ এরদোগান ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফিলিস্তিনিদের বিতাড়নের পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ করার ক্ষমতা কারো নেই। এএফপি জানায়, গতকাল রবিবার মালয়েশিয়ার উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে ইস্তাম্বুল বিমানবন্দরে এক সংবাদ সম্মেলনে এরদোগান বলেন, 'গাজা, পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেম ফিলিস্তিনিদের। হাজার বছরের পুরনো এই চিরায়ত মাতৃভূমি থেকে গাজার জনগণকে সরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা কারো নেই।' এরদোগান ট্রাম্পের প্রস্তাবকে মূল্যহীন হিসেবে আখ্যা দিয়ে বলেন, 'জায়নবাদী নেতৃত্বের চাপে মার্কিন প্রশাসনের দেওয়া গাজা প্রস্তাবের কোনো গুরুত্ব নেই।' এর আগে তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদান ফিলিস্তিনি টেলিভিশনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে গাজাবাসীকে জোরপূর্বক উচ্ছেদের সম্ভাবনা নাকচ করে দেন। তিনি বলেন, 'ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।' ট্রাম্প গাজাকে ধ্বংসস্তূপ ও অবিস্ফোরিত বোমামুক্ত করে অর্থনৈতিকভাবে পুনর্গঠনের কথা বললেও সেখানে বসবাসরত জনগণকে কিভাবে সরানো হবে, সে বিষয়ে কিছু বলেননি। তিনি বলেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গাজা উপত্যকার দায়িত্ব নেবে এবং আমরা সেখানে আমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করব।' ট্রাম্প বলেছেন, গাজা উপত্যকা কিনে নিয়ে এর মালিকানা নিতে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। গাজাকে একটি 'বড় রিয়েল এস্টেট সাইট হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। মধ্যপ্রাচ্যের অন্য দেশগুলোকেও এর পুনর্নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। আমাদের পৃষ্ঠপোষকতায় অন্যরাও এটি করতে পারে।' ট্রাম্পের এমন পরিকল্পনার ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাস, ইসলামিক জিহাদসহ বিশ্বের প্রভাবশালী বিভিন্ন দেশ নিন্দা জানায়। একই সঙ্গে গাজার বাসিন্দাদের সেখান থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে তা জাতিগত নিধনের শামিল হবে বলেও মন্তব্য করে তারা।

চীনে বিয়ের হারে ধস, কমেছে ২০ শতাংশ

আপনজন ডেস্ক: গত বছর চীনে বিবাহের হার এক-পঞ্চমাংশ হ্রাস পেয়েছে। বেইজিং সন্তান জন্মদানকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। বেসামরিক বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, ২০২৪ সালে দেশটিতে ৬ দশমিক ১ মিলিয়ন দম্পতি বিবাহের জন্য নিবন্ধন করেছেন। যা আগের বছরের ৭ দশমিক ৭ মিলিয়ন থেকে কম। চীনে ২০২৪ সালে বিবাহ কমেছে ২০ শতাংশ। যা দেশটির ইতিহাসে সবচেয়ে বড় পতন। ২০২৪ সালে টানা তৃতীয় বছরের মতো তাদের জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পর এই পতন অব্যাহত রয়েছে। দেশটি দ্রুত বয়স্ক জনগোষ্ঠী এবং ক্রমাগত নিম্ন জন্মহার নিয়ে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। বেইজিং থেকে এএফপি জানায়, একসময় বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ হিসেবে পরিচিত চীন ২০২৩ সালে ভারতের পেছন পড়ে যায়। জন্মহার বাড়াতে বেইজিং ভর্তুকি এবং প্রজনন সহায়ক প্রচারণা চালাচ্ছে। ২০২৪ সালের শেষে চীনের জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ দশমিক ৪০৮ বিলিয়নে, যা ২০২৩ সালের ১ দশমিক ৪১০ বিলিয়ন থেকে কম। চীনের ১ দশমিক ৪ বিলিয়ন জনসংখ্যা এখন দ্রুত বৃদ্ধ হচ্ছে। গত বছরের শেষের দিকে প্রায় এক-চতুর্থাংশ মানুষ ৬০ বছর বা তার বেশি বয়সী। জনসংখ্যার নিয়ে দেশটির কর্তৃপক্ষ এখন নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। চীন দীর্ঘদিন ধরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি হিসেবে তার বিশাল কর্মীবাহিনীর ওপর নির্ভর করে আসছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বিশ্বনেতাদের এইচআইভি পরীক্ষার আহ্বান ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর

আপনজন ডেস্ক: কিয়ার স্টারমার অন্য বিশ্বনেতাদের এইচআইভি পরীক্ষা করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি প্রথম ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ও জি৭ নেতা, যিনি প্রকাশ্যে ক্যামেরার সামনে এই পরীক্ষা করেছেন। স্টারমারের কার্যালয় সোমবার একটি ভিডিও প্রকাশ করে, যেখানে দেখা যায়, যুক্তরাজ্যের এই প্রধানমন্ত্রী শুক্রবার ডাউনিং স্ট্রিটে একটি দ্রুত পরীক্ষার কিট ব্যবহার করে নিজেই পরীক্ষা করছেন। এটি ছিল সপ্তাহব্যাপী একটি জাতীয় উদ্যোগের অংশ, যার মাধ্যমে জনগণকে এইচআইভি পরীক্ষা নিতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। যুক্তরাজ্যের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সংস্থা (ইউকেএইচএসএ) অনুমান করছে, ইংল্যান্ডে আনুমানিক চার হাজার ৭০০ মানুষ না জেনে এইচআইভি আক্রান্ত অবস্থায় জীবন যাপন করছে। তাদের শনাক্ত করতে পরীক্ষার হার বাড়ানোকে গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে দেখা হচ্ছে। স্টারমার গত ডিসেম্বর ঘোষণা দেন, তার সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে ইংল্যান্ডে নতুন করে এইচআইভি সংক্রমণ বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে, তা নির্ধারণ করে একটি নতুন 'এইচআইভি কর্মপরিকল্পনা' চলতি বছর প্রকাশ করা হবে। পরীক্ষা সম্পন্ন করার পর কিয়ার স্টারমার ব্রিটেনের মেট্রো পত্রিকাকে বলেন, 'এখন আমার কাজ হলো বিশ্বজুড়ে প্রধানমন্ত্রী ও নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করা এবং বলা, আপনাদেরও নিজ নিজ দেশে এটি করা উচিত।' তিনি আরো বলেন, 'যদি মানুষ পরীক্ষা করে, তাহলে তারা তাদের স্বাস্থ্যগত অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারবে। জানা ভালো, কারণ তখন চিকিৎসা পাওয়া সম্ভব হবে, যা আমাদের সম্মিলিত লক্ষ্য–২০৩০ সালের মধ্যে নতুন করে এইচআইভি সংক্রমণ বন্ধ করার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।' সপ্তাহব্যাপী পরীক্ষার এই উদ্যোগ টেরেন্স হিগিনস ট্রাস্ট পরিচালিত, যাতে অর্থায়ন করেছে স্বাস্থ্য ও সমাজসেবা বিভাগ। ২০১২ সাল থেকে এটি ইংল্যান্ডে প্রতিবছর আয়োজন করা হয়। এই সময় যে কেউ বিনা মূল্যে একটি এইচআইভি পরীক্ষার কিট অর্ডার করতে পারে। এতে দুই ধরনের পরীক্ষা করা যায়–একটির ফল পাওয়া যায় মাত্র ১৫ মিনিটে, আরেকটি 'স্ব-নমুনা সংগ্রহ' কিট, যা সিফিলিস পরীক্ষার জন্যও ব্যবহৃত হয় এবং পরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরিতে পাঠাতে হয়।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৪৮মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৩৬মি.

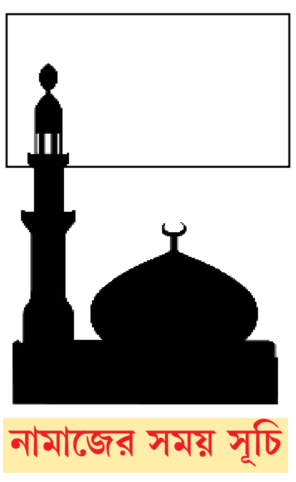

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৪৮	৬.১০
যোহর	১১.৫৬	
আসর	৩.৫৪	
মাগরিব	৫.৩৬	
এশা	৬.৪৬	
তাহাজ্জুদ	১১.১২	

রুমানিয়ার প্রেসিডেন্টের পদত্যাগের ঘোষণা

আপনজন ডেস্ক: রুমানিয়ার প্রেসিডেন্ট ক্লাউস ইওহানিস সোমবার পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন। রুশ হস্তক্ষেপের অভিযোগে নির্বাচন বাতিল হওয়ার পর পুনর্নির্বাচনের আগে পদত্যাগ করতে তার ওপর চাপ বাড়ছিল। তবে ইউরোপপন্থী নেতা হিসেবে পরিচিত উদারপন্থী ইওহানিস জানিয়েছেন, মে মাসে তার উত্তরসূরি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি দায়িত্ব পালন করবেন। গত ডিসেম্বরে রুমানিয়ার শীর্ষ আদালত রুশ হস্তক্ষেপের অভিযোগে এবং প্রথম রাউন্ডে স্বল্প

লিবিয়ায় ২ গণকবর থেকে অর্ধশত অভিবাসী-শরণার্থীর মরদেহ উদ্ধার

আপনজন ডেস্ক: লিবিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব মরুভূমিতে দুটি গণকবর থেকে অন্তত ৫০ জনের মরদেহ উদ্ধার করেছে দেশটির কর্তৃপক্ষ। যারা লিবিয়ার মধ্য দিয়ে ইউরোপে পাড়ি জমাতে চেয়েছিলেন এগুলো সেসব অভিবাসন ও শরণার্থী প্রত্যাশীর মরদেহ। রবিবার দেশটির নিরাপত্তা অধিদপ্তর এক বিবৃতি দিয়ে বলেছে, শুক্রবার দক্ষিণ-পূর্ব দিকের কুফরা শহরের একটি খামারের গণকবর থেকে ১৯ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এসব লাশের দেহাবশেষ ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে। কুফরার নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান মোহাম্মদ আল-ফাদিল বলেন, কর্তৃপক্ষগুলো শহরটির একটি বন্দিশিবিরে অভিযান চালালে সেখানে আরও একটি গণকবর পাওয়া যায়। এই কবর থেকে অন্তত ৩০টি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের বরাত দিয়ে এই কর্মকর্তা আরো বলেন, এই গণকবরে প্রায় ৭০ ব্যক্তিকে মাটিচাপা দেওয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষ গণকবরটিতে অনুসন্ধান অব্যাহত রেখেছে। এর আগে গত বছর রাজধানী ত্রিপোলির দক্ষিণের শুয়ারিফ অঞ্চলের একটি গণকবর থেকে অন্তত ৬৫ অভিবাসন প্রত্যাশীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। মূলত আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে ইউরোপে যাওয়ার জন্য অভিবাসন ও শরণার্থী প্রত্যাশীদের একটি বড় অংশ লিবিয়াকে বেছে নেন।

সার্বিয়ায় সড়ক অবরোধ করে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

আপনজন ডেস্ক: সার্বিয়ার বেলগ্রেদে রাস্তা ও সেতু অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে দেশটির বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। একটি ট্রেন স্টেশনে কংক্রিটের একটি ছাউনি ভেঙে পড়ে ১৫ জন নিহতের ঘটনার ১০০ দিন পূর্তি উপলক্ষে তারা এ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে। সোমবার (১০ ফেব্রুয়ারি) এক প্রতিবেদনে বার্তাসংস্থা এপি বলেছে, সার্বিয়ার রাজধানীতে সাভা নদীর উপর অবস্থিত গাজেলা বা গাজেল সেতু ৭ ঘন্টা অবরোধ করে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করে। এতে অনেক স্থানীয় বাসিন্দাও যোগ দেন। একইসঙ্গে নোভি সাদে তিন ঘন্টা গুরুত্বপূর্ণ সড়ক অবরোধ করে তারা। অন্যদিকে নিসের শিক্ষার্থীরা দক্ষিণ শহরের প্রবেশপথে একটি হাইওয়ে পে টোল স্টেশন অবরোধ করে। গত ১ নভেম্বর নোভি সাদে একটি ট্রেন স্টেশনের একটি কংক্রিটের ছাউনি ভেঙে পড়ে ১৫ জন নিহতের ঘটনার বিচারের দাবিতে এ বিক্ষোভ করেন ধর্মঘটরত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এ ঘটনার জন্য সরকারের দুর্নীতিকে দায়ী করেছে সমালোচকেরা। দুর্নীতিবিরোধী বিক্ষোভ কর্তৃত্ববাদী প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার ভুসিকের সরকারের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিদ্রোহে পরিণত হচ্ছে। তিনি বিক্ষোভকারীদের বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার হয়ে কাজ করার অভিযোগ করেছেন এবং 'রঙিন বিপ্লব (কালারড রেভ্যুলেশন)' নামে অভিহিত করে এই বিপ্লবকে ব্যর্থ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

গাজা কিনতে ও মালিকানা নিতে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশ্রুতিবদ্ধ: ট্রাম্প

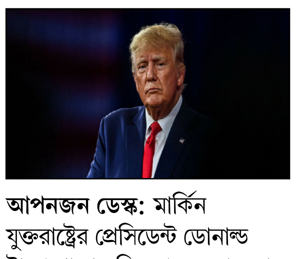

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গাজার নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার তার বিতর্কিত প্রস্তাব পুনর্ব্যক্ত করে বলেছেন, তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত ছিটমহলটি 'কিনতে এবং এর মালিকানা' নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রবিবার এয়ার ফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ট্রাম্প এ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, 'গাজাকে বড় রিয়েল এস্টেট সাইট হিসেবে বিবেচনা করা উচিত এবং মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশগুলোকে এর পুনর্নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে।' সুপার বোল অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য নিউ অরলিন্সে যাওয়ার পথে ট্রাম্প বলেন, 'আমরা এটি পুনর্নির্মাণের জন্য মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য রাজ্যগুলোকে এর কিছু অংশ নির্মাণের জন্য দিতে পারি। আমাদের পৃষ্ঠপোষকতায় অন্যরা এটি করতে পারে।' তিনি আরো বলেন, 'কিন্তু আমরা এটির মালিকানা ধরে রাখতে, এটি দখল এবং হামাস যাতে ফিরে না যায় তা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ফিরে যাওয়ার মতো কিছুই নেই। জায়গাটি একটি ধ্বংসস্তূপ।' ট্রাম্প আরো দাবি করেছেন, বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিরা গাজায় ফিরে যেতে পছন্দ করবে না। তবে তার এই প্রস্তাব ফিলিস্তিনি প্রতিনিধি এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বেশিরভাগের কাছ থেকে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। তিনি বলেন, 'ফিলিস্তিনিরা গাজায় ফিরে যাওয়ার কথা বলার একমাত্র কারণ তাদের কাছে বিকল্প নেই। যখন তাদের কাছে বিকল্প থাকবে, তখন তারা গাজায় ফিরে যেতে চাইবে না।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
২০ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা, ২৮ মাঘ ১৪৩১, ১২ শাবান ১৪৪৬ হিজরি

বিজয়ীকে জিতিতে দিন

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে, তাহা কতখানি সুষ্ঠু বা অসুষ্ঠু হইল—এই সার্টিফিকেট লইতে হয় পশ্চিমাদের নিকট হইতে। কিন্তু সম্প্রতি পাকিস্তান যেন তৃতীয় বিশ্বের এই প্রবণতার বিপরীতে ভিন্ন উদাহরণ সৃষ্টি করিল। গত ৮ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু দেশটির প্রাদেশিক বিধানসভায় নির্বাচন কমিশন দ্বারা বিজয়ী ঘোষিত হাফিজ নাঈম উর রেহমান নিজের বিজয় প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছেন যে, কেহ যদি তাহাদের অবৈধ উপায়ে জিতাইতে চাহে, ইহা তাহারা মানিয়া লইবেন না। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, জনমতকে সম্মান করিতে হইবে। বিজয়ীকে জিতিতে দিন, পরাজিতকে হারিতে দিন। তাত্পর্যপূর্ণ ঘটনা হইল—নাঈম উর রেহমানের ঘোষণার পর বিবেকের বোমা ফাটাইয়াছেন রাওয়ালপিন্ডি বিভাগের কমিশনার লিয়াকত আলি চাত্তা। তিনি নির্বাচনে অনিয়মের দায় স্বীকার করিয়া নিজের বিচার নিজেই দাবি করেন। এই আমলা বিচার চাহিয়াছেন শীর্ষপর্যায়ের আরো দুই জনের। দেখা যাইতেছে, পাকিস্তানের নির্বাচন যে সুষ্ঠু হয় নাই, সেই কথা সেই দেশের লোকেরাই বলিতেছে। ইহাকে কি বলা যাইতে পারে—পাকিস্তানের নূতন ইতিবাচক ট্রান্সফরমেশন? পাকিস্তান লইয়া অনেক ধরনের নেতিবাচক কথাই ইথারে ভাসিয়া বেড়ায়। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর এখন অবধি এই দেশটিতে একজন প্রধানমন্ত্রীও মেয়াদ পূর্ণ করিতে পারেন নাই। বলা যায়, মেয়াদ পূর্ণ করিতে দেওয়া হয় নাই। বিশ্লেষকরা বলিয়া থাকেন, দেশটির নেপথ্য শাসক মূলত সেনাবাহিনী। তাহারা কখনো সখনো সরাসরিই দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তবে সেনাশাসন মানেই তো সংবিধান স্থগিত হইয়া যাওয়া। ১৯৪৭ হইতে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ছয় দশকে অর্ধেকেরও বেশি সময় অর্থাত্ ৩৩ বত্সর পাকিস্তান ছিল সরাসরি সেনাশাসনের আওতায়। ২০০৮ সালের পর হইতে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ১৫ বত্সরে দেশটিতে ছয় জন প্রধানমন্ত্রী সরকার গঠন করিয়াছেন, কিন্তু কোনো সরকারই মেয়াদ পূর্ণ করিতে পারে নাই। যদিও সর্বশেষ অবসরে যাওয়া সেনাপ্রধান জেনারেল কামার জাভেদ বাজওয়া তাহার বিদায়ি ভাষণে বলিয়াছিলেন, সেনাবাহিনী নিজেদের রাজনীতি হইতে দূরে রাখিবে। তবে অনেকেই মনে করেন, ইহা যেন বিড়ালের মাছ না খাইবার অঙ্গীকার। কিন্তু এত খারাপের মধ্যেও বিশ্লেষকরা মনে করেন, পাকিস্তানের নির্বাহী প্রতিষ্ঠানগুলি মোটামুটি চাপের মুখেও কাজ করিতে চেষ্টা করে। যদিও অতীতে পাকিস্তানে যেই তিন বার সামরিক শাসন জারি হইয়াছে, প্রতিবারই তাহাকে বৈধতা দিয়াছে দেশটির আদালত। তবে পাকিস্তানের আদালতের এবং বিচারকদের অন্য ধরনের ভূমিকাও আমরা দেখিতে পাই। জেনারেল জিয়াউল হক ১৯৮১ সালের সাময়িক সংবিধান আইন (পিসিও) জারির মাধ্যমে এই আদেশের সঙ্গে সম্মত হইয়া সকল বিচারকের জন্য নূতন করে শপথ নেওয়া বাধ্যতামূলক করেন। কিন্তু তাহাতে অসম্মতি জানান ১৬ জন বিচারক। বিচারকদের মধ্যে সংবিধান এবং আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধার একটি উদাহরণ হইয়া উঠে এই ঘটনা। দেশটিকে আদালতের বড় ধরনের ভূমিকা দেখা যায় ১৯৯৩ সালে। সেই সময় নওয়াজ শরিফ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করিতে পার্লামেন্ট ভাঙিয়া দেন প্রেসিডেন্ট গুলাম ইসহাক খান। আদালতের রায়ে নওয়াজ শরিফ ক্ষমতা ফিরিয়া পান মে মাসে। নির্বাহী বিভাগ, বিশেষ করিয়া প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের বিচারপতি এবং আদালতের অবস্থান কতটা শক্তিশালী, তাহা বোঝা যায় ২০০৭ সালের মার্চ মাসে প্রধান বিচারপতি ইফতেখার মুহাম্মদ চৌধুরীকে বরখাস্ত করিবার পর। প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সারা দেশে গড়িয়া উঠে আন্দোলন। সুপ্রিম কোর্ট প্রেসিডেন্টের সেই সিদ্ধান্তকে অসাংবিধানিক বলিয়া চিহ্নিত করে এবং প্রধান বিচারপতিকে স্বপদে বহাল করা হয়। ২০০৭ সালের অক্টোবর অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বৈধতাকে আদালত চ্যালেঞ্জ করিলে প্রেসিডেন্ট মোশাররফ প্রধান বিচারপতি ইফতেখার চৌধুরীসহ ষাট বিচারপতিকে বরখাস্ত করেন এবং প্রধান বিচারপতিসহ শীর্ষস্থানীয় বিচারপতিদের গৃহবন্দি করেন। এই অবস্থার বিরুদ্ধে গড়িয়া উঠা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় পতন ঘটে মোশাররফের। ২০১২ সালে প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রাজা গিলানির বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগে তাহাকে আদালত শাস্তি প্রদান করেন এবং শেষ পর্যন্ত তাহাকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করে পাকিস্তানের আদালত।

•••••••••••••

লাখো মানুষের আমেরিকান হওয়ার স্বপ্ন আটকে গেছে যে সীমান্তে

ট্রাম্প আবারও মার্কিন প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। প্রথম দিন থেকেই তাঁর অভিবাসনবিরোধী নীতিগুলো কার্যকর করতে শুরু করেছেন। ঘোষণা করেছেন 'জাতীয় জরুরি অবস্থা'। সুগম করেছেন লক্ষাধিক অভিবাসীকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বের করে দেওয়ার পথ। একই সঙ্গে বাতিল করেছেন সিবিপি ওয়ান নামে একটি অ্যাপ বাতিল। অ্যাপটি দিয়ে মেক্সিকো থেকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের জন্য অবৈধ অভিবাসীদের আইনি আবেদন করা যেত। লিখেছেন **বেলেন ফারনান্দেজ...**

ট্রাম্প আবারও মার্কিন প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। প্রথম দিন থেকেই তাঁর অভিবাসনবিরোধী নীতিগুলো কার্যকর করতে শুরু করেছেন। ঘোষণা করেছেন 'জাতীয় জরুরি অবস্থা'। সুগম করেছেন লক্ষাধিক অভিবাসীকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বের করে দেওয়ার পথ। একই সঙ্গে বাতিল করেছেন সিবিপি ওয়ান নামে একটি অ্যাপ বাতিল। অ্যাপটি দিয়ে মেক্সিকো থেকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের জন্য অবৈধ অভিবাসীদের আইনি আবেদন করা যেত।
অ্যাপটি বাতিল হওয়ার ফলে আনুমানিক ২ লাখ ৭০ হাজার মানুষ এখন মেক্সিকোর ভেতর আটকা পড়েছেন। এই মানুষদের দুর্ভোগ শুধু এখানেই শেষ নয়। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশ পাড়ি দেওয়ার সময় তাঁরা সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্র ও দুর্নীতিগ্রস্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে নির্যাতনের শিকার হন। ট্রাম্পের এই কঠোর নীতির ফলে মেক্সিকোর অপরাধী গোষ্ঠী ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দুর্নীতিগ্রস্ত সদস্যদের ফায়দা লোটার সুযোগ তৈরি হয়েছে।
ট্রাম্প ক্ষমতায় ফেরার এক সপ্তাহ পর আমি মেক্সিকোর উত্তরাঞ্চলের সীমান্তবর্তী শহর সিউদাদ হুয়ারেজে পৌঁছাই। সেখানে এক ভেনেজুয়েলান আশ্রয়প্রার্থী জানান, যুক্তরাষ্ট্রে চোরাই পথে প্রবেশের জন্য পাচারকারীরা এখন ১০ হাজার ডলার করে নিচ্ছে।
এই শহরে ২০২৩ সালের এপ্রিলে একটি অভিবাসী আটক কেন্দ্রে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ৪০ জন প্রাণ হারান। সে সময় মেক্সিকোর অভিবাসন কর্তৃপক্ষ যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের অভিবাসনবিরোধী নীতির প্রতি সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে অভিবাসীদের কঠোরভাবে দমন করছিল। বাইডেন আসলে ট্রাম্পের চেয়েও বেশি মানুষকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করেছিলেন।
সীমান্তের উভয় দিক থেকেই এখন শহরে নতুন মানুষের ঢল নামছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বিশাল সাদা তাঁবু তৈরি করেছে। সেখানে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিতাড়িত অভিবাসীদের সাময়িকভাবে আশ্রয় দেওয়া হবে।
আমি সিউদাদ হুয়ারেজের কেন্দ্রস্থলে আশ্রয়প্রার্থীদের সঙ্গে কথা বলার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। এক মধ্যবয়স্ক মেক্সিকান ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হলো। তিনি এক দশকের বেশি আগে অ্যারিজোনা থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। তিনি জানালেন, যুক্তরাষ্ট্রে থাকার সময় তিনি ম্যাকডোনাল্ডস ও বার্গার কিংয়ে কাজ করতেন। অতিরিক্ত আয়ের জন্য অন্যের বাড়িঘর পরিষ্কার করতেন। একদিন খাবার কিনতে বের হলে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে একটি ভূগর্ভস্থ কারাগারে আটকে রাখে। তিন মাস সূর্যের আলো না দেখে বন্দিত্বের পর তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। মেক্সিকোতে ফেরত পাঠানোর সময় তাঁকে বিশেষ চশমা দেওয়া হয়, যা সূর্যালোক থেকে চোখকে রক্ষা করতে পারে।
'আমেরিকান স্বপ্ন আসলে লোকে যেমন ভাবে, অত বড় কিছু নয়। ওখানে কেউ আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চায় না। ওরা চায় না আমরা তাদের ওখানে যাই।'
মেক্সিকোতে ফিরে তিনি সিউদাদ হুয়ারেজে অবস্থিত একটি মার্কিন মালিকানাধীন 'মাকুইলাদোরা' কারখানায় কাজ নেন। 'মাকুইলাদোরা' বলতে এমন কারখানাগুলো বোঝায়, যেখানে মার্কিন কোম্পানিগুলো মেক্সিকোর সীমান্তের ওপারে স্বল্প মজুরিতে শ্রমিক নিয়োগ করে। এতে কর পরিশোধ করতে হয় না। শ্রমিকদের অধিকারের তোয়াক্কা করা হয় না। সম্প্রতি তিনি এই চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। কারণ, কোম্পানির দিন দিন বাড়তে থাকা কাজের চাপে তিন মেয়ের যত্ন নেওয়ার সময় পাচ্ছিলেন না।
সিউদাদ হুয়ারেজ যুক্তরাষ্ট্র-সমর্থিত 'মুক্তবাণিজ্যের' ধ্বংসাত্মক প্রভাবের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে উঠেছে। ১৯৯৪ সালে উত্তর আমেরিকার মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (নাফটা) স্বাক্ষরের পর মেক্সিকোর কৃষি খাত ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে হাজার হাজার কৃষক

> 'আমেরিকান স্বপ্ন আসলে লোকে যেমন ভাবে, অত বড় কিছু নয়। ওখানে কেউ আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চায় না। ওরা চায় না আমরা তাদের ওখানে যাই।'
> মেক্সিকোতে ফিরে তিনি সিউদাদ হুয়ারেজে অবস্থিত একটি মার্কিন মালিকানাধীন 'মাকুইলাদোরা' কারখানায় কাজ নেন। 'মাকুইলাদোরা' বলতে এমন কারখানাগুলো বোঝায়, যেখানে মার্কিন কোম্পানিগুলো মেক্সিকোর সীমান্তের ওপারে স্বল্প মজুরিতে শ্রমিক নিয়োগ করে। এতে কর পরিশোধ করতে হয় না। শ্রমিকদের অধিকারের তোয়াক্কা করা হয় না।

তাঁদের জমি ছেড়ে সীমান্ত পেরিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ছুটতে বাধ্য হন। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতি মেক্সিকোর সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য ও দুর্দশার জন্য দায়ী। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতিই মেক্সিকোর এই অভিবাসনের জন্য দায়ী।
২০০৬ সালে শুরু হওয়া কথিত 'মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' সফল করতে বিপুলসংখ্যক মেক্সিকান সেনা ও পুলিশ সিউদাদ হুয়ারেজে মোতায়েন করা হয়। শহরটি দ্রুত বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ংকর সহিংস নগরীতে পরিণত হয়। এই সহিংসতার প্রকৃত কারণ মেক্সিকোর সংঘবদ্ধ অপরাধী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যকার লড়াই নয়। কারণ, নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরাই সরাসরি মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। ২০২৪ সালে শহরটিতে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা এক হাজার ছাড়িয়ে গেছে।
সিউদাদ হুয়ারেজে যাঁর সঙ্গে এরপর কথা বলি, তিনি ছিলেন এক বয়স্ক মেক্সিকান নারী। সীমান্ত পার হয়ে আসা গাড়ির সামনে সাহায্যের জন্য বসেছিলেন। তাঁর ঘরভাড়ার সময় হয়ে গেছে। গতকাল পুরো দিনে তিনি মাত্র আট ডলার ভিক্ষা পেয়েছেন। কিন্তু এরপরই তিনি সাবলীল ইংরেজিতে জানালেন যে তিনিও যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। যদিও তাঁর কাছে বৈধ গ্রিনকার্ড ছিল। তাঁর ৩৪ বছর বয়সী কন্যাকে ৯ বছর আগে সিউদাদ হুয়ারেজেই গুলি করে ও ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছিল।
সীমানাপ্রাচীর মনে করিয়ে দিচ্ছিল, একজন মার্কিন নাগরিক হিসেবে আমার চলাচলের স্বাধীনতা কতটা সহজ। অথচ যাঁদের জীবন এই দেয়ালের ওপারে নির্ভর করছে, তাঁদের জন্য সেটি কেবলই এক দুর্ভেদ্য বাধা। এক চৌরাস্তায় গুয়াতেমালার এক নারী ও তাঁর ছোট মেয়ের দেখা পাই। তাঁরা ক্যান্ডি বিক্রি করছিলেন। মা বললেন, তাঁরা তিন মাস ধরে এখানে আছেন। সিবিপি ওয়ান অ্যাপ বাতিল হওয়ার পর কী করা যায়, সে সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। আশ্রয়কেন্দ্রগুলো ধ্বংসপ্রায় ছোট ছোট ঘর। প্রায় সীমানাপ্রাচীরের ছায়ায় অবস্থিত। তবে অন্তত ধুলা আর হিমেল হাওয়া থেকে কিছুটা আশ্রয় দিচ্ছিল। এক ভেনেজুয়েলান তরুণের সঙ্গে কথা বলে ইভানজেলিক পরিচালিত একটি আশ্রয়কেন্দ্রে ঢোকার অনুমতি পেলাম। তরুণটি সাত মাস ধরে মেক্সিকোতে অপেক্ষা করছে। কিছুদিন আগে সিবিপি ওয়ানে সাক্ষাতের তারিখ পেয়েছিল। সেটা এখন বাতিল হয়ে গেছে।
আশ্রয়কেন্দ্রের ভেতরে বেশ কিছু ভেনেজুয়েলান পরিবার ছিল। শিশুরা খালি পায়ে ও পাতলা পোশাকে ঘুরছিল। অথচ আমি গরম কোট আর স্কার্ফ পরেও ঠান্ডায় কাঁপছিলাম। এক ত্রিশোর্ধ্ব ভেনেজুয়েলান ব্যক্তি স্বীকার করলেন, সিবিপি ওয়ান বাতিলের পর পুরো পরিস্থিতি আর সহ্য করা যাচ্ছে না। তিনি বললেন, 'এ যেন একটা নদী সাঁতরে পার হওয়ার পরই আরেক পাড়ে গিয়ে ডুবে মরার মতো!' মেক্সিকোতে অবস্থানের সময়ই তাঁকে চারবার অপহরণচেষ্টার শিকার হতে হয়েছে। সেই চেষ্টা করেছে যৌথভাবে মেক্সিকোর আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও অপরাধী চক্র।
বাইরে বেরিয়ে দেখি, দুই ভেনেজুয়েলান যুবক। একটা দোকানের সামনে গাড়ির উইন্ডস্ক্রিন পরিষ্কার করছিলেন। তাঁদের সরঞ্জাম ভেঙে যাওয়ায় কাজ করা বন্ধ হয়ে গেছে। এদিকে পুলিশ এসে ঘুষ দাবি করছে। আমি তাঁদের নতুন সরঞ্জাম কিনে দেওয়ার প্রস্তাব দিই। বাজারের দিকে রওনা হই আমরা।
এক যুবক জানালেন, তাঁকে ইতিমধ্যে দুবার যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। তিনি তাঁর ফোনে ব্রুকলিন ব্রিজের ওপর তোলা হাস্যোজ্জ্বল একটি ছবি দেখালেন। বললেন, 'আমেরিকান স্বপ্ন আসলে লোকে যেমন ভাবে, অত বড় কিছু নয়। ওখানে কেউ আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চায় না। ওরা চায় না আমরা তাদের ওখানে যাই।'
অন্য যুবক সেই কথায় একমত হলেন—শুধু টাকার জন্য বেঁচে থাকার কোনো অর্থ নেই। তাঁরা এখনো নিশ্চিত নন—মেক্সিকো সিটিতে ফিরে যাওয়া উচিত, নাকি সিউদাদ হুয়ারেজে থেকেই গাড়ির কাচ পরিষ্কার করে জীবিকা নির্বাহ করা যায়? অথবা হয়তো আরও একবার সীমান্ত পেরোনোর চেষ্টা করা যেতে পারে।
তাঁদের জীবনের সংকট শুরু হয়ে গেছে তখনই, যখন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতি তাঁদের দেশগুলোতে দুর্দশার বীজ বপন করেছে। এখন এই তরুণেরা কোথায় যাবেন, জানেন না।

বেলেন ফারনান্দেজ আল-জাজিরার কলাম লেখক
আল-জাজিরা থেকে নেওয়া ইংরেজির অনুবাদ

সাইমন টিসডাল

যে কারণে সিরিয়ার বিপ্লব এখনো অনিশ্চয়তায়

পেন্টাগনের অপ্রকাশিত একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী, পূর্ব সিরিয়া থেকে দুই হাজার মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের কথা ভাবা হচ্ছে। তবে খবরটি খুব বেশি আলোচনা পায়নি। কারণ, তখন ডোনাল্ড ট্রাম্পের গাজা-সংক্রান্ত বিতর্ক মিডিয়ার মূল কেন্দ্রে ছিল। মার্কিন সেনারা মূলত সিরিয়ার কুর্দি বাহিনীকে সহায়তা করছিল ইসলামিক স্টেটের (আইএস) বেঁচে থাকা যোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে। বর্তমানে প্রায় ৯ হাজার আইএস যোদ্ধা সিরিয়ার বিভিন্ন বন্দিশিবিরে আটক রয়েছেন। কিন্তু সেনা প্রত্যাহারের কারণে আশঙ্কা করা হচ্ছে, বন্দিশিবির থেকে জঙ্গিরা পালিয়ে গিয়ে ইউরোপ, ব্রিটেন এবং অন্য পশ্চিমা দেশগুলোর জন্য নতুন সন্ত্রাসী হুমকি সৃষ্টি করতে পারে।
মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের এই পরিকল্পনা সিরিয়ার জটিল পরিস্থিতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যদিও যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত হিসাব-নিকাশ রয়েছে। তবে সিরিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি ও আন্তর্জাতিক শক্তির ভূমিকা এটিকে আরও জটিল করে তুলেছে।
ডিসেম্বরে আসাদ সরকারের পতনের পর সিরিয়া একটি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগোচ্ছে। তুরস্ক, সৌদি আরব এবং উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলো সিরিয়ায় নিজেদের প্রভাব বাড়াতে চায় এবং সেখানে আরও সক্রিয় হতে চায়। তাদের লক্ষ্য, নতুন সরকারের কাছে নিজেদের স্বার্থের সুবিধা আদায় করা।
অন্যদিকে ইউরোপ চায় সিরিয়া একটি স্থিতিশীল এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হোক, যাতে চলমান অস্থিরতা কমে এবং শরণার্থীরা নিরাপদে দেশে ফিরে যেতে পারেন। ইসরায়েলের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা সিরিয়ার দুর্বল অবস্থাকে বজায় রাখতে চায়। কারণ, এটি তাদের গোলান মালভূমির দখল আরও শক্তিশালী করতে সহায়তা করবে।
সিরিয়ার নতুন নেতা হিসেবে আহমেদ আল-শারা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পক্ষে কথা বললেও, ইসরায়েল এবং তুরস্ক তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখে। বিশেষত তাঁর হামাস সমর্থন ও কুর্দি বাহিনীর বিষয়ে অবস্থান নিয়ে তাঁর ওপর দেশ দুটি ভরসা করতে পারছে না। এখন সিরিয়ার ভবিষ্যৎ অনেকটাই আহমেদ আল-শারার নেতৃত্বের ওপর নির্ভর করছে। তিনি একসময় আল-কায়েদার যোদ্ধা ছিলেন এবং বর্তমানে হায়াত তাহরির আল-শাম (এইচটিএস) নামে পরিচিত ইসলামপন্থী মিলিশিয়ার নেতা। এই গোষ্ঠীই বাশার আল-আসাদকে ক্ষমতা থেকে সরিয়েছে।

শারা এখন সিরিয়ার নবনিযুক্ত অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর নেতৃত্বের ওপর দেশটির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। তবে অনেকেই সন্দেহ করছেন, তিনি এখনো তাঁর অতীতের উগ্র মতাদর্শ পুরোপুরি ছাড়তে পারেননি।
তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান সিরিয়ায় তাঁর প্রভাব ধরে রাখতে চান। তিনি চান, সিরিয়ায় থাকা ৩০ লাখ শরণার্থী দেশে ফিরে যাক এবং পুনর্গঠনের বড় প্রকল্পগুলো তুর্কি কোম্পানির হাতে আসুক। শারা সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্সেসের (এসডিএফ) যোদ্ধাদের তাঁর নতুন জাতীয় সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করতে চান। এটি তুরস্কের স্বার্থের সঙ্গে মিলে যায়। কারণ, তুরস্ক এসডিএফ ও পিকেকেকে এক মনে করে এবং তারা সিরিয়ার কুর্দি গোষ্ঠীকে দমন করতে আগ্রহী। ফলে শারার পরিকল্পনা তুরস্কের জন্য লাভজনক হতে পারে। কারণ, এতে কুর্দি বাহিনী সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে এবং তাদের স্বাধীনভাবে কার্যক্রম চালানোর সুযোগ কমে যাবে।
কিন্তু সিরিয়ার কুর্দিরা তাঁদের রোজাভা (কুর্দি অঞ্চল) অঞ্চলের স্বাধীনতা রক্ষা করতে চান এবং তাঁরা শারার বাহিনীতে যোগ দিতে চান না। কারণ, একসময় তাঁরা শারার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। তাঁরা তুরস্কের সহযোগিতায় কুর্দি স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন দমন করতে সাহায্য করতে চান না।
তুরস্ক দাবি করে, তারা আইএসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সক্ষম, তাই সিরিয়ার কুর্দি বাহিনীর মার্কিন সহযোগিতার প্রয়োজন নেই। তবে এই ধারণা ট্রাম্পের কাছে গ্রহণযোগ্য। কারণ, তিনি তাঁর প্রথম মেয়াদে সিরিয়া থেকে মার্কিন সেনাদের প্রত্যাহারের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু সিরিয়ার কুর্দিরা নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে চান এবং শারার বাহিনীতে যোগদান করতে চান না।
ইসরায়েল সিরিয়ার দুর্বলতা বজায় রাখতে চায়। কারণ, এটি তাদের গোলান মালভূমির দখল আরও শক্তিশালী করতে সহায়তা করে। শারা সিরিয়ার নতুন নেতা হিসেবে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পক্ষে কথা বললেও, তাঁর অবস্থান নিয়ে ইসরায়েল সন্দিহান। এরদোগানও ইসরায়েলের জন্য সম্ভাব্য বিপদ। কারণ, তিনি হামাসের সমর্থক। শারা সিরিয়ায় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পক্ষে থাকলেও ইসরায়েল তাঁর প্রতি সন্দিহান।
আসাদের সাবেক মিত্র ইরান ও রাশিয়া সিরিয়ায় নিজেদের হারানো প্রভাব পুনরুদ্ধার করতে চায়। ইরান গোপন নেটওয়ার্ক ও 'প্রতিরোধ সেল' ব্যবহার করে প্রভাব ফিরে পেতে চাইছে এবং রাশিয়া সিরিয়ায় তাদের দুটি সামরিক ঘাঁটি রাখতে চাইছে। শারা রাশিয়াকে 'আগের ভুলগুলো ঠিক করতে' এবং আসাদকে বিচারের মুখোমুখি করার দাবি করেছেন। তবে তিনি রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করতে চান না।
শারা 'জাতীয় সংলাপ' শুরু করা, নির্বাচনের দিকে এগোনো, সংখ্যালঘুদের অধিকার নিশ্চিত করা, জাতীয় প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠন করাসহ বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি। তবে তাঁর নিয়ন্ত্রণে সিরিয়ার বেশির ভাগ এলাকা নেই। এটি তাঁর জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।
বর্তমান পরিস্থিতিতে শারা এবং সিরিয়ার জনগণের সাহায্য প্রয়োজন। কারণ, তিনি যদি সরকার পরিচালনায় ব্যর্থ হন, তবে সিরিয়ায় বিশাল অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হতে পারে।
অথচ সিরিয়ার পুনর্গঠনের জন্য পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা তোলার বিলম্ব অত্যন্ত ক্ষতিকর। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য এবং আমেরিকা এখনই সাহায্য ও পুনর্গঠন তহবিল খুলে দিলে সিরিয়ার একটি সফল, গণতান্ত্রিক এবং শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যৎ গঠন সম্ভব। এটি পশ্চিমা স্বার্থে উপকারী এবং সিরিয়ার জনগণের জন্য একটি নতুন সুযোগ এনে দিতে পারে। এটি একটি বিরল সুযোগ। এ সুযোগ হয়তো আর পাওয়া যাবে না।

সাইমন টিসডাল অবজারভার পত্রিকার পররাষ্ট্রবিষয়ক ধারাভাষ্যকার।
দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

প্রথম নজর

কলকাতায় হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতা

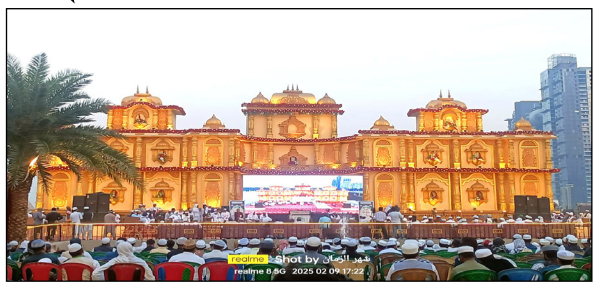

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: অল ইন্ডিয়া জাময়িয়্যাতুল কুররা ওয়াল হুফফাজ এসোসিয়েশন দ্বারা অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে গ্রান্ড ফাইনাল পর্ব অনুষ্ঠিত হল। কলকাতা তপসিয়ায় অনুষ্ঠিত এই সভায় প্রথম পর্বে ভারতের প্রায় ২০০ মাদ্রাসার ৪৫০ জন ছাত্র থেকে অনলাইন বাছাই পর্ব দ্বিতীয় পর্ব মেটিয়াবুরুজ মান্নাত গার্ডেন- এ আড়ম্বের সাথে সেমিফাইনাল রাউন্ড সম্পন্ন হয়েছে। মোট দুটি বিভাগে বিভক্ত এই জাতীয় প্রতিযোগিতা। প্রথম পর্বে: হিফজুল কুরআন এবং দ্বিতীয় পর্বে কিরাআত ও তাদবীর তিলাওয়াত। বিচারক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মক্কাতুল মুকাররমার থেকে আগত আন্তর্জাতিক ক্বারি সৈয়দ মিকদাদ সাহেব, মালয়েশিয়া থেকে ক্বারী আব্দুল হাদী ও ক্বারী উমর সাজুলি, মিশর থেকে সালিম বিন নুর। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী জাভেদ আহমেদ খান, এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ক্বারী রুহুল আমিন এবং সম্পাদক ক্বারী নুরুদ্দিন প্রমুখ।

এসআইও-র মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সহায়তা কেন্দ্র

নিজসস্ব প্রতিবেদক ● ডোমকল

আপনজন: দক্ষিণ মুর্শিদাবাদের লালগোলা, ডোমকল, রানি নগর ১ ও ২ ব্লকে এসআইও-র উদ্যোগে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সহায়তা কেন্দ্র করা হয়। ১০ ফেব্রুয়ারি মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরুর দিন - কালিকাপুর হাই স্কুল, ইসলামপুর গার্লস হাই স্কুল, নশিপুর হাই মাদ্রাসা, পাহাড়পুর ইউনিয়ন হাই স্কুল, শেখালীপুর হাই স্কুল, পন্ডিতপুর হাই স্কুল, ভবানীপুর ও হরিপুর সিনিয়র মাদ্রাসা, সাঁদিখারদিয়াড় হাই স্কুল, মধুর হাই স্কুল এবং কাতলামারি হাই স্কুলে পরীক্ষার্থী সহায়তা কেন্দ্র করে সংগঠনটি।
এই সহায়তা কেন্দ্রগুলিতে পরীক্ষার্থীদের জন্য পেন, স্কেল, পানীয় জল ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা হয়।
লালগোলা ব্লক সভাপতি রহমাতুল্লাহ ও রানীনগর ১ ব্লক সভাপতি মীযানুর রহমান বলেন, “আমাদের লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের চাপ কমিয়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পরীক্ষা দিতে সাহায্য করা।” রানীনগর ২ ব্লক সভাপতি ইমরান সেখ জানান, “পরীক্ষার সময় অভিভাবকদের বসার ব্যবস্থা ও পড়ার জন্য বই রাখা হয়েছে।”

পুরসভায় মেয়রের ঘরের সামনে থেকে সন্দেহভাজন যুবক আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: কলকাতা পুরসভায় আটক একজন সন্দেহভাজন যুবক। কলকাতা পুরসভার মেয়রের ঘরের সামনে ঘরাফেরা করছিল এই ব্যক্তি। এরপরই তাঁকে আটক করে কলকাতা পুরসভার কর্মরত পুলিশ কর্মীরা। তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।
সন্দেহভাজন রফিকুল ইসলাম বিশ্বাস কে তার সঙ্গে থাকা পরিচয় পত্র সহ অন্যান্য ডকুমেন্টস দেখতে চাওয়া হয়।। তাঁর কাছে থেকে ভারতীয় পাসপোর্ট পাওয়া গেছে। সে বাংলাদেশী বলে তাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ সন্দেহভাজনের। তাঁর নথিপত্রে অসঙ্গতি পাওয়া গিয়েছে। আধার কার্ডের সঙ্গে পাসপোর্টের মিল পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁকে আটক করে নিউ মার্কেট থানার পুলিশ নিয়ে যায়। কি করে ওই সন্দেহভাজন যুবক মেয়রের নিরাপত্তার ঘেরা টোপ পেরিয়ে অলিন্দে পৌঁছে গেল এবং সেখানে কেন ঘোরাঘুরি করছিলেন তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। এই ঘটনার পর কলকাতা পুরসভায় আরো নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। বাড়ানো হয়েছে পুলিশি নজরদারি। মেয়রের ঘরের সামনে ওই যুবক কেন এসেছিল তার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল কিনা তা জানতে পুলিশ ম্যারাথন জেরা করছে। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় পুরসভার অলিন্দে।

খণ্ডঘোষে মাধ্যমিক শুরু কড়া নজরদারিতে

এম এস ইসলাম ● খণ্ডঘোষ

আপনজন: মাধ্যমিক পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসনের তরফ থেকে কড়া নজরদারি চালানো হয়েছে। সোমবার পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষ এলাকার বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন প্রশাসনিক কর্মকর্তারা।
পরিদর্শন করা হয় নিশ্চিন্তপুর হাই মাদ্রাসা, ওয়ারী হাই স্কুল, সরঙ্গা হাই স্কুল, জুবিলা প্রগতি বিদ্যানিকেতন এবং শাসঙ্গা হাই স্কুলসহ মোট পাঁচটি বিদ্যালয়।
পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন খণ্ডঘোষের বিডিও অভিক ব্যানার্জি, সার্কেল ইন্সপেক্টর তপন কুমার বসাক, খণ্ডঘোষ থানার ওসি পঙ্কজ নস্কর এবং পূর্ব বর্ধমান জেলা ডিসট্রিক্ট অ্যাডভাইজারি কমিটির সদস্য মুন্সি সিরাজুল ইসলাম।পরীক্ষা চলাকালীন যানজট এড়াতে প্রশাসন কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। খণ্ডঘোষ এলাকায় সমস্ত ধরনের বালির গাড়ি ও ভারী যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের নির্বিঘ্নে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছানোর সুবিধার্থে প্রশাসনের তরফ থেকে বিশেষ পরিবহন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। পরীক্ষা সংক্রান্ত কোনো অনিয়ম যাতে না ঘটে, সেজন্য প্রশাসন সর্বদা সতর্ক রয়েছে। পরীক্ষা চলাকালীন পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হয়েছে এবং প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোতায়েন করা হয়েছে।
এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় খণ্ডঘোষ এলাকায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১৪৭৫ জন। প্রথম দিনে উপস্থিত ছিল ১৪৫৫ জন।

মাদ্রাসা খলিলিয়ায় বার্ষিক সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাঁকুড়া

আপনজন: সোমবার বাঁকুড়ার কাঁটাদিঘিতে মাদ্রাসা ইসলামিয়া খলিলিয়ার আন্জুমান এ মুসলিম (রহঃ) এর ৩য় তম বাৎসরিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।এই অনুষ্ঠানে ছাত্রদের ক্বেরাত,নাত, বক্তব্য সহ ৫টি বিষয়ে প্রতিযোগিতা ছিল। অনুষ্ঠান শুরু হয় মাদ্রাসা ইসলামিয়া খলিলিয়ার সম্পাদক হাফিজ ক্বারী আকিল আহমাদের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে। এই অনুষ্ঠানে ছিলেন হাফিজ ক্বারী মুজিবুর রহমান, হাফেজ মুহাসসান মা’বুদ, মাওলানা বদীউজ্জামান কাসেমী, মুফতি মিরাজুল হক। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক হাফেজ মাওলানা সাঈদ আখতার ।

মৃত ভিক্ষুক, বাড়িতে গচ্ছিত লাখ টাকা!

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: কোনোদিন এপাড়া তো কোনোদিন ওপাড়া। মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করেই দিনযাপন করতেন আসেনুর বেওয়া। শনিবার বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যু হয় ওই বৃদ্ধার। তবে প্রতিবেশীরা অবাক হয় তখন, যখন তার ঘর থেকে পাওয়া যায় লক্ষাধিক টাকা। রবিবারের এই ঘটনা চাউর হতেই ভগবানগোলার বেলিয়া চকপাড়া এলাকায় হইচই পড়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই বৃদ্ধার চার ছেলেমেয়ে থাকলেও কেউ তার খোঁজখবর রাখতো না। শনিবার বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যু হয় তার। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, তার জমানো অর্থ মসজিদ, ঈদগাহ্ এবং কবরস্থানের কাজে লাগানোর জন্য বলেছিলেন।
মৃতার ছেলে আবুল হোসেন বলেন, “শনিবার মায়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে এসেছিলাম। রাতে দাফন প্রক্রিয়া সেরে সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা মায়ের ঘর খুঁজতে শুরু করে। তখন ঘর থেকে টাকা-পয়সা পাওয়া যায়। আমরাই টাকা পয়সা নিতে চাই না।”
এ বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা সাবিরুল ইসলাম বলেন, “গ্রামবাসীরা ওই বৃদ্ধার ঘরে থাকা জিনিসপত্রের খোঁজ শুরু করলে একটি বাক্স সহ ঘরের বিভিন্ন কোণা থেকে ২ লক্ষ ২৩ হাজার ৪১৪ টাকা পাওয়া যায়। যার মধ্যে ৫০ পয়সার কয়েন থেকে শুরু করে দশ টাকা, বিশ টাকার নোট পাওয়া যায়।”
গ্রামের মোড়ল আরসাদ আলি বলেন, “যে অর্থ পাওয়া গিয়েছে তা মৃতার শেষ ইচ্ছা মত গ্রামের মসজিদ, ঈদগাহ্ এবং কবরস্থানের উন্নতির কাজে ব্যায় করা হবে।”
ভিক্ষাবৃত্তি করে দিনযাপন করা বৃদ্ধার মৃত্যুর পর তার ঘর থেকে লক্ষাধিক টাকা উদ্ধার হওয়ায় হতবাক হয়েছে সকলেই।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

হাসপাতালে মাধ্যমিক দিল পরীক্ষার্থী

এহসানুল হক ● মাটিয়া

আপনজন: অসুস্থ অবস্থায় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী হাসপাতালের বেডে বসেই পরীক্ষা দিলো ,বসিরহাটের মাটিয়া থানার অন্তর্গত ধান্যকুড়িয়া হাসপাতালের ঘটনা ।সপ্তজিৎ মন্ডল নামে ধান্যকুড়িয়া হাই স্কুলের ছাত্র । বুনোরআটি হাই স্কুলে তার পরীক্ষার সিট পড়েছে । কিন্তু সোমবার ভোর থেকে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে , মাথা যন্ত্রণা ও বমি শুরু হয় , তড়িঘড়ি তাকে নিয়ে যাওয়া হয় ধান্যকুড়িয়া হাসপাতালে, ওখানে ভর্তি করা হয় পরিবারের তরফ থেকে। প্রথমে খবর দেওয়া হয় ধান্যকুড়িয়া পঞ্চায়েতের প্রধানের সঙ্গে, প্রধান তড়িঘড়ি ইস্কুলের সঙ্গে কথা বলেন , স্কুলের প্রধান শিক্ষক মধ্য শিক্ষা পর্ষদকে জানান । তারপরে ই ব্যবস্থা নেওয়া হয় ওই পরীক্ষার্থীর জন্য। হাসপাতালের মধ্যেই নিরাপত্তার বেষ্টনীতে তার পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ ।

কলকাতা বইমেলার শেষ দিনে...

আপনজন: কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা শেষ হল রবিবার। ওই দিন আপনজন পাবলিকেশনের স্টলে সমবেত হন কবি-সাহিত্যিক-বিশিষ্টজনরা। ছিলেন এম আব্দুর রহমান, ইসমাইল দরবেশ, এস এম শামসুদ্দিন, আব্দুল আলিম, ফারুক আহমেদ, গোলাম গউস সিদ্দিকি, ইবাদুল ইসলাম, জাইদুল হক, আমীর হোসেন, হাফেজ আব্দুল আজিজ সহ অন্যান্যরা।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ40% মার্কস।

HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM (3 Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

কোর্স ফিজঃ
ছেলেদের- 3 লাখ
মেয়েদের- 2.5 লাখ

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
(Director) MBBS, MD, Dip. Card

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান
ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ঈ.ও.

যোগাযোগ
6295 122937 (D)
93301 26912 (O)

ইউরোপীয় ফুটবল

রিয়াল-আতলেতিকোর ঘাড়ে বার্সার নিশ্বাস, ধরাছোঁয়ার বাইরে যাচ্ছে বায়ার্ন

আপনজন ডেস্ক: ৫০, ৪৯ ও ৪৮—লা লিগায় শীর্ষ তিনে থাকা দলগুলোর পয়েন্টের চিত্রটা এমনই। মাত্র এক পয়েন্ট ব্যবধানের এই চিত্রই বলে দিচ্ছে রিয়াল মাদ্রিদ, আতলেতিকো মাদ্রিদ এবং বার্সেলোনার মধ্যে শিরোপার লড়াইটা এখন কতটা হাড্ডাহাড্ডি। যার অর্থ লিগের শেষ ১৫ ম্যাচে হাওয়া ঘুরে যেতে পারে যে কোনো দিকে। সিরি ‘আ’তে আগের কয়েকটি রাউন্ডে ইন্টার মিলান নিশ্বাস ফেলছিল নাপোলির ঘাড়ে। কিন্তু এই সপ্তাহে কিছুটা এগিয়ে গেছে শীর্ষে থাকা নেপলসের ক্লাবটি। আর বুন্দেসলিগায় সেই চেনা চিত্র। দাপটের সঙ্গে বাকিদের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে বায়ার্ন মিউনিখ। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে গত সপ্তাহে বড় দলগুলোর মধ্যে চেলসি ছাড়া আর কোনো দলের খেলা ছিল না। কিন্তু অন্য প্রতিযোগিতাগুলোয় দারুণ ছন্দে থাকা লিভারপুলের জন্য সপ্তাহটা ছিল অম্ল-মধুর। একদিকে টটেনহামকে হারিয়ে লিগ কাপের ফাইনালে উঠেছে তারা। অন্য দিকে অখ্যাত প্লিমাউথের কাছে হেরে চতুর্থ রাউন্ডেই থেমে গেছে এফএ কাপের দৌড়।

লা লিগায় রিয়াল-আতলেতিকোর আরও কাছে বার্সা

আগের ম্যাচে মাদ্রিদ ডার্বিতে রিয়াল-আতলেতিকো ড্র করায় বার্সার সামনে সুযোগ ছিল ব্যবধান কমিয়ে নেওয়ার। গতকাল রাতে সেভিয়াকে ৪-১ হারিয়ে সেই কাজটা ভালোভাবেই সেরেছে তারা। প্রথমার্ধে ১-১ গোলে সমতায় থাকার পর মনে হচ্ছিল পয়েন্ট ব্যবধানটা হয়তো আগের মতোই থেকে যাবে। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ৩ গোল করে ম্যাচের ফল পাল্টে দেয় বার্সা। সেটাও ১০ জনের দল নিয়ে, ৬২ মিনিটে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয়েছে ফারমিন লোপেজকে। গতকাল রাতে সেভিয়ার বিপক্ষে পাওয়া জয়ে বার্সার পয়েন্ট ২৩ ম্যাচে ৪৮। অন্য দিকে আগের ম্যাচে ড্র করা রিয়ালের পয়েন্ট ২৩ ম্যাচে ৫০ এবং আতলেতিকোর ২৩ ম্যাচে ৪৯। এখন শীর্ষ তিন দলের পয়েন্টের পার্থক্য ১ করে। অর্থাৎ সামনের ম্যাচগুলোয় যেকোনো একটি ম্যাচের ফল এদিক সেদিক হলে পয়েন্ট তালিকায় বড় ধরনের অদল-বদল ঘটতে পারে।

নাপোলির হাতেই লাগাম

গত রাউন্ডেও ২ ম্যাচ হাতে রেখে সিরি ‘আ’র পয়েন্ট তালিকায় সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল ইন্টার মিলান। সুযোগ ছিল নিজেদের হাতে থাকা দুই ম্যাচ জিতে শীর্ষে ওঠে আসারও। কিন্তু সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারল না গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। এই সপ্তাহে ফিওরেন্তিনার কাছে ৩-০ গোলে হেরে গিয়ে লাগামটা তুলে দিয়েছে নাপোলির হাতে। যারা নিজেদের ম্যাচে ১-১ গোলে ড্র করেছে উদিনেসের সঙ্গে। আজ রাতে নিজেদের হাতে থাকা বাড়তি ম্যাচটি খেলতে মাঠে নামবে ইন্টার। এই ম্যাচেও প্রতিপক্ষ সেই ফিওরেন্তিনা। তবে এই ম্যাচ জিতলেও নাপোলিকে ছোঁয়ার সুযোগ নেই। এক পয়েন্টের ব্যবধানে পেছনেই থাকতে হবে তাদের। পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে থাকা নাপোলির পয়েন্ট ২৪ ম্যাচে ৫৫, আর ইন্টারের পয়েন্ট ২৩ ম্যাচে ৫১।

বায়ার্নকে আরও এগিয়ে দিল লেভারকুসেন

বুন্দেসলিগায় ধীরে ধীরে অন্যদের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে বায়ার্ন মিউনিখ। এ জন্য অবশ্য দলগুলোর কাছ থেকে ‘ভালো সহায়তা’ও পাচ্ছে তারা। সর্বশেষ ম্যাচে উলফসবার্গের সঙ্গে গোল শূন্য ড্র করেছে দুই নম্বরে থাকা বায়ার লেভারকুসেন। অন্য দিকে ওয়ের্ডার ব্রেমেনের বিপক্ষে বায়ার্ন পেয়েছে ৩-০ গোলের জয়। ২১ ম্যাচে বায়ার্নের পয়েন্ট ৫৪। ৮ পয়েন্টে পিছিয়ে ২১ ম্যাচে ৪৬ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে জাবি আলোনসোর লেভারকুসেন। এই তালিকায় তিনে থাকা আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্ট অবশ্য বেশ পিছিয়ে আছে। তাদের পয়েন্ট ২১ ম্যাচে ৩৯।

প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষে চারে চেলসি

এই সপ্তাহে প্রিমিয়ার লিগে শীর্ষ দলগুলোর মধ্যে মাঠে নেমেছিল শুধু চেলসি। ওয়েস্ট হামের বিপক্ষে ২-১ গোলের জয়ে শীর্ষে চারে জায়গাও করে নিয়েছে তারা। চেলসি চারে আসায় পাঁচে নেমে গেছে ম্যানচেস্টার সিটি। এ ছাড়া শীর্ষ তিনে পয়েন্ট তালিকার অবস্থান অপরিবর্তিতই। শীর্ষে থাকা লিভারপুলের পয়েন্ট ২৩ ম্যাচে ৫৬। ২৪ ম্যাচে দুই নম্বরে থাকা আর্সেনালের পয়েন্ট ২৪ ম্যাচে ৫০। সমান ম্যাচে ৪৭ পয়েন্ট নিয়ে আছে নটিংহাম ফরেস্ট।

ওয়ানডে অভিষেকে ব্রিটকজের বিশ্ব রেকর্ড

আপনজন ডেস্ক: যেকোনো খেলোয়াড়ের জন্য অভিষেক ম্যাচ মানেই বিশেষ কিছু। আজীবনের জন্য স্মরণীয় মুহূর্ত। আর সেই অভিষেকে যদি গড়া যায় বিশ্ব রেকর্ড! আজ লাহোরে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচে তেমন এক বিশ্ব রেকর্ড গড়েছেন ম্যাথু ব্রিটজকে। দক্ষিণ আফ্রিকার এই ব্যাসম্যান ১৫০ রানের ইনিংস খেলেছেন, যা ওয়ানডে অভিষেকে সর্বোচ্চ। ব্রিটজকে ভেঙেছেন কিংবদন্তি ক্যারিবীয় ওপেনার ডেসমন্ড হেইন্সের ৪৬ বছর টিকে থাকা রেকর্ড। অথচ ২৬ বছর বয়সী ব্রিটজকের নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচটিতে খেলারই কথা ছিল না। ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট এসএ২০-এর কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার সব ক্রিকেটার আজকের ম্যাচের আগে লাহোরে দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারেননি। চ্যাম্পিয়নস ট্রফির দলে থাকা সব ক্রিকেটারকে একসঙ্গে পাওয়া যাবে না বলেই ত্রিদেশীয় সিরিজে ব্রিটজকে যুক্ত করা হয়েছিল। আজ সিরিজে নিজেদের প্রথম ম্যাচে তাঁর মাথায় পরিয়ে দেওয়া হয় ওয়ানডে ক্যাপও। আর এমন প্রেক্ষাপটে মাঠে নেমেই নাম লিখিয়ে ফেলেছেন রেকর্ড বইয়ে। অভিষেকে অনেক ব্যাটসম্যান অস্বস্তিতে ভুগলেও ব্রিটজকে শুরু থেকেই ছিলেন স্বচ্ছন্দ। ওপেনিংয়ে নেমে প্রথম বলে নিয়েছেন স্ট্রাইক, ম্যাট হেনরির বলে নিয়েছেন সিঙ্গেল। এরপর ৫০ ছুঁয়েছেন ৬৮তম বলে, ১০০ রান ১২৮ বলে। ওয়ানডে অভিষেকে ব্রিটজকের আগেও সেঞ্চুরি আছে ১৮ জনের। তবে তিন অঙ্ক ছোঁয়ার পর এক এক করে সবাইকে ছাড়িয়ে যেতে শুরু করেন এই উইকেটকিপার –ব্যাটসম্যান। ইনিংসের ৪৫তম ওভারের শেষ বলে বেন সিয়ার্সকে পয়েন্টের ওপর দিয়ে ছয় মেরে পেরিয়ে যান হেইন্সকেও। ১৯৭৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে নিজের অভিষেক ওয়ানডেতে ১৪৮ রান করেছিলেন সাবেক ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক। এত দিন পর্যন্ত এটিই ছিল ওয়ানডে অভিষেকে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড। বিশ্ব রেকর্ড গড়া ব্রিটজকে শেষ পর্যন্ত থেমেছেন ১৪৮ বলে ১৫০ রান করে। তাঁর ১১ চার ৫ ছক্কায় গড়া ইনিংসের সুবাদে প্রথমে ব্যাট করে ৫০ ওভারে ৬ উইকেটে ৩০৪ রান তুলেছে দক্ষিণ আফ্রিকা।

ত্রিদেশীয় সিরিজ: উইলিয়ামসনের ‘মাস্টারক্লাস’, ফাইনালে নিউজিল্যান্ড

আপনজন ডেস্ক: রান বিচারে হয়তো কিছু না, কিন্তু সামর্থ্য বিচারে ব্যাপারটা অবিশ্বাস্যই। ওয়ানডেতে কেইন উইলিয়ামসন সর্বশেষ এক অঙ্কের রানে আউট হয়েছেন ছয় বছর আগে, অর্থাৎ ক্রিজে আসার পর তাঁর টিকে থাকার সামর্থ্যটা পরিষ্কার। লাহোরে আজ ত্রিদেশীয় সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সে পরীক্ষায়ই অবতীর্ণ হয়েছিলেন উইলিয়ামসন। প্রোটিয়াদের ৩০৪ রান তাড়া করতে নেমে ক্রিজে যখন এলেন, ৯.৫ ওভারে কিউইদের স্কোর ১ উইকেটে ৫০। টিকে থাকার পাশাপাশি দ্রুত রান তোলার চাপও ছিল। উইলিয়ামসন দুটোই করেছেন দারুণভাবে—২০১৯ সালের জুনের পর প্রথম ওয়ানডে সেঞ্চুরি তুলে নেন ৭২ বলে, এরপর মাঠ ছেড়েছেন ম্যাচ জিতিয়ে।

এ জয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালেও উঠল নিউজিল্যান্ড। ২ ম্যাচের দুটোই জিতে মোট ৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে মিচেল স্যান্টনারের দল। একটি করে ম্যাচ খেলা দক্ষিণ আফ্রিকা ও পাকিস্তান এখনো পয়েন্ট পায়নি। জয়ের মুখ না দেখলেও রান রেটে এগিয়ে দুইয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা। তিনে পাকিস্তান। বুধবার করাচিতে পাকিস্তান–দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচে জয়ী দল ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হবে। শুক্রবার করাচিতে ফাইনাল। নিউজিল্যান্ডের ৮ বল হাতে রেখে ৬ উইকেটের জয়ে ‘নিউক্লিয়াস’ উইলিয়ামসনের ১১৩ বলে ১৩৩ রানের অপরাজিত ইনিংসটি। ২০১১ সালে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ৬৯ বলের পর উইলিয়ামসনের ওয়ানডে ক্যারিয়ারে এটি দ্বিতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরি। ওয়ানডেতে ১৪তম, আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে ৪৭তম–এর মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরির তালিকায় প্রোটিয়া কিংবদন্তি এবি ডি ভিলিয়ার্সকেও ছুঁয়ে ফেললেন কিউই কিংবদন্তি। কী দারুণ ব্যাটিংটাই না করলেন! উইল ইয়াং ১৯ রানে ফিরে যাওয়ায় দলীয় ৫০ রানে ওপেনিং জুটি ভাঙার পর দ্বিতীয় উইকেটে ডেভন কনওয়ের সঙ্গে ১৫৫ বলে ১৮৭ রানের জুটি গড়েন উইলিয়ামসন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডেতে যেকোনো উইকেটে এটাই সর্বোচ্চ রানের জুটি নিউজিল্যান্ডের।

১০৭ বলে ৯৭ রান করা কনওয়ে ৩৫.৩ ওভারে পয়েন্টে ক্যাচ দিয়ে ফেরার পর ড্যারিল মিচেল ও টম ল্যাথাম উইলিয়ামসনকে ক্রিজে সঙ্গ দিতে পারেননি। মাঝে তিন ওভার পর টানা দুই বলে মিচেল ও ল্যাথামকে তুলে নেন প্রোটিয়া স্পিনার সেনুরান মুথুস্বামী। নিউজিল্যান্ডের তখন ৬৯ বলে দরকার ৫৪ রান, হাতে ৬ উইকেট। সহজ লক্ষ্য, কিন্তু দ্রুত উইকেট পড়লে বিপদও হতে পারত। উইলিয়ামসন ও গ্লেন ফিলিপস মিলে তা হতে দেননি। পঞ্চম উইকেটে ৬২ বলে ৫৭ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটিতে জয় তুলে নেন দুজন। ৪৯তম ওভারের চতুর্থ বলে চার মেরে জয় নিশ্চিত করাটা যেন উইলিয়ামসনের এই ‘মাস্টারক্লাস’ ইনিংসে প্রাপ্য ছিল। ওই চারেই ওয়ানডেতে ৭ হাজার রানের মাইলফলকও পেরিয়ে যান উইলিয়ামসন। ২ ছক্কা ও ১৩ চারে ইনিংসটি সাজান উইলিয়ামসন। দুই দলের ইনিংস মিলিয়ে রান উঠেছে মোট ৬১২। ওয়ানডেতে এই দুই দলের ম্যাচে এটাই সর্বোচ্চ মোট রান।

টস হেরে আগে ব্যাটিং করা দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস এগিয়েছে তাদের অভিষিক্ত ওপেনার ম্যাথু ব্রিটকজের ১৫০ রানের ইনিংসে। ওয়ানডে অভিষেকে এটাই সর্বোচ্চ রানের ইনিংস। উইয়ান মুল্ডার খেলেন ৬৪ রানের ইনিংস। তিনে নামা জেসন স্মিথের ব্যাট থেকে এসেছে ৪১ রান।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:

দক্ষিণ আফ্রিকা: ৫০ ওভারে ৩০৪/৬ (ব্রিটকজে ১৫০, মুল্ডার ৬৪, স্মিথ ৪১; হেনরি ২/৫৯, ও’রুর্কি ২/৭২, ব্রেসওয়েল ১/৪৩)।

নিউজিল্যান্ড: ৪৮.৪ ওভারে ৩০৮/৪ (উইলিয়ামসন ১৩৩*, কনওয়ে ৯৭, ফিলিপস ২৮*; মুথুসামী ২/৫০, ইথান ১/৩৩, ডালা ১/৪৭)।

ফল: নিউজিল্যান্ড ৬ উইকেটে জয়ী।

ম্যাচসেরা: কেইন উইলিয়ামসন (নিউজিল্যান্ড)।

‘মওকা’ পেয়ে এবার ভারতকে নিয়ে মজা পাকিস্তানিদেরও

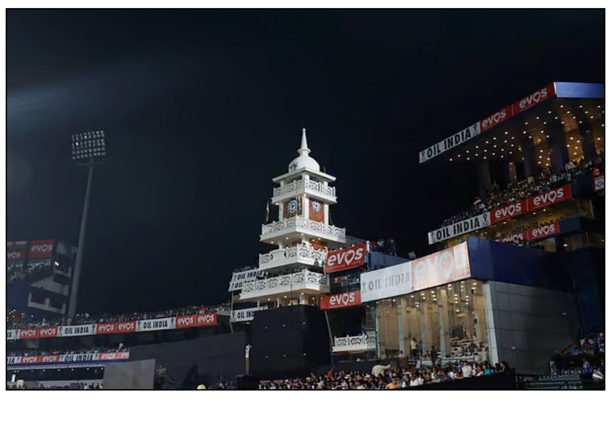

আপনজন ডেস্ক: ‘মওকা’, ‘মওকা’ বিজ্ঞাপনের কথা কি মনে আছে?

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে তৈরি হওয়া এই বিজ্ঞাপন তখন আলোচনার তুঙ্গে ছিল। এখন হয়তো এ নিয়ে আর আলাপ আগের মতো নেই। কিন্তু ‘মওকা’ বা সুযোগ পেলে কে আর ছাড়ে! ভারতের দর্শকেরা পাকিস্তানকে বা পাকিস্তানের দর্শকেরা ভারতকে খোঁচানোর সুযোগ পেলে কি আর ছাড়ে! সবশেষ এই উপলক্ষটা এনে দিল ফ্লাডলাইট। হ্যাঁ, ঠিকই পড়েছেন। দুই দেশের দুই স্টেডিয়ামের ফ্লাডলাইট ম্যাচের মাঝপথে হঠাৎ নিভে যাওয়া নিয়ে এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পাল্টাপাল্টি খোঁচাখুঁচি চলছে। গত শনিবার গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে ত্রিদেশীয় সিরিজে পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড ম্যাচের মাঝখানে ফ্লাডলাইটের আলো নিভে যাওয়া নিয়ে পাকিস্তানিদের সঙ্গে মজা নিয়েছেন ভারতের দর্শকেরা। ঠিক পরের দিনই গতকাল কটকের বরবাটি স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ডের সঙ্গে ভারতের ম্যাচে তাদেরও একই রকম পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছে। গতকাল ঘটনাটি ঘটে ম্যাচের সপ্তম ওভারের সময়। ৩০৫ রান তাড়া করতে নেমে তখন ৬ ওভার ১ বল খেলে ৪৮ রান করেছে ভারত, তখনই স্টেডিয়ামের ফ্লাডলাইটের আলো কমতে থাকে। এরপর এক পর্যায়ে পুরো মাঠই হয়ে যায় অন্ধকার। আবার আলো ফিরতে ফিরতে লেগে যায় প্রায় ২০ মিনিট।

এমন ঘটনাটা মুহূর্তেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়। পাকিস্তানের কিছু সমর্থক এটাকে বলতে থাকেন ‘কর্মফল’। কেউ আবার আইসিসিকে নিয়েও প্রশ্ন তোলেন কীভাবে এমন মাঠে আন্তর্জাতিক ম্যাচ হয়। এমনকি কূটনীতিক সম্পর্ক নিয়ে খোঁচা দিয়ে এমন টুইটও দেখা গেছে, ‘আমরা কি চীন থেকে কিছু ফ্লাডলাইট এনে দেব?’

এই ঘটনায় যে শুধু পাকিস্তানের দর্শকেরা মজা করেছেন, তা নয়। এমনকি ভারতের সমর্থকদের অনেকেও ক্ষোভ ঝেড়েছেন এই বলে, বিসিসিআই টাকার জন্য ছোট শহরগুলোতে খেলা ফেলে তাদের দুনিয়ার সামনে লজ্জায় ফেলছেন। বোর্ডের কাছে এত টাকা থাকতেও সামান্য ফ্লাডলাইট ঠিক রাখতে পারছেন না, তা নিয়েও ক্ষোভ ছিল তাদের।

বিষয়টি পৌঁছে গেছে সরকারি পর্যায়েও। কেন এমন ঘটনা ঘটল, তা ওডিশা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের কাছে জানতে চেয়েছে রাজ্য সরকার। তারা অবশ্য কারণ হিসেবে বলেছে জেনারেটর নষ্ট হয়ে যাওয়াকে। কিন্তু ঘটনা যা ঘটার, তা তো এর মধ্যে ঘটে গেছে।

‘গোট’ মেসিকে দর্শক হিসেবে পেয়ে মাহোমেসের উচ্ছ্বাস

আপনজন ডেস্ক: লিওনেল মেসিকে ‘গোট’ (G.O.A.T) ভাবার তালিকায় যোগ হলো আরেকটি নাম—প্যাট্রিক মাহোমেস। যুক্তরাষ্ট্রে ন্যাশনাল ফুটবল লিগের (এনএফএল) দল কানসাস সিটি চিফসের কোয়ার্টারব্যাক। গতকাল রাতে লুইজিয়ানার সুপারডোমে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল খেলাধুলার দুনিয়ায় আমেরিকান ফুটবলের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ম্যাচ সুপার বোল। সেখানে অতিথি হিসেবে মেসি উপস্থিত হওয়ার আগেই তাঁকে তাঁর খেলায়, মানে ফুটবলে ‘সর্বকালের সেরা’ হিসেবে ঘোষণা করেন মাহোমেস। মাহোমেসকে হালকা-পাতলা কেউ ভাবলে ভুল হবে। এনএফএলের ইতিহাসে যে পাঁচজন কোয়ার্টারব্যাক দলের একাদশের হয়ে ন্যূনতম তিনটি সুপার বোল জিতেছেন, মাহোমেস তাঁদের একজন। মেসির ছেলেরাও সম্ভবত তাঁর ভক্ত। ক্রিম রঙের অ্যাডিডাস ব্র্যান্ডের সোয়েটার পরে দুই ছেলে চিরো ও মাতেওকে নিয়ে সুপারডোমে গিয়েছিলেন ইন্টার মায়ামির আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি। মাহোমেসের জার্সি ছিল তাঁর ছেলেদের গায়ে। যদি ধরে নেওয়া হয় মেসির ছেলেরা কানসাস সিটির সমর্থক হিসেবে সুপার বোলের ৫৯তম সংস্করণ দেখতে গিয়েছিল, তাহলে বলতে হবে, তাদের মনের ইচ্ছা পূরণ হয়নি। কানসাসকে ৪০-২২ ব্যবধানে হারিয়ে এ বার্ষিক প্রতিযোগিতাটি জিতেছে ফিলাডেলফিয়া ইগলস।

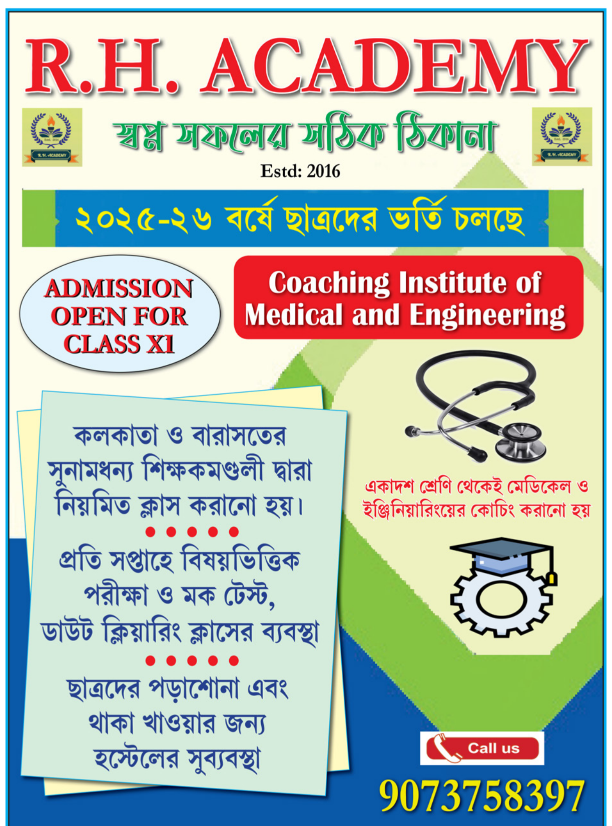

৪৮১ দিন পর একাদশে নেইমার, গোল নেই, ড্রিবলেও জিরো

আপনজন ডেস্ক: সান্তোসে নিজের ফেরার ম্যাচেই বদলি নেমে ম্যাচসেরা হয়েছিলেন নেইমার। কিন্তু পরের ম্যাচেই মুদ্রার উল্টো পিঠ দেখলেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। ৪৮১ দিন পর শুরুর একাদশে নেমে ভুলে যাওয়ার মতোই একটি দিন পার করেছেন তিনি। নভোরিজোন্তিনোর বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করা ম্যাচে নেইমার মাঠে ছিলেন ৭৫ মিনিট (ইনজুরি টাইমসহ ৮১ মিনিট)। কিন্তু এ সময়ে দলের ভাগ্য বদলানো দূরে থাক, তেমন কোনো ছাপই ফেলতে পারেননি। গোলশূন্য ম্যাচে নেইমার যে গোল কিংবা অ্যাসিস্ট কোনোটাই করতে পারেননি, সেটা বোধ হয় আলাদা করে না বললেও চলে। গোল না করা কিংবা অ্যাসিস্ট না করার মতো দিন একজন ফুটবলারের যেতেই পারে। কিন্তু এ ম্যাচে নেইমার একটি শট নিলেও সেটি লক্ষ্যে রাখতে পারেননি। সান্তোসের হয়ে নিজের দ্বিতীয় ম্যাচে নেইমার বল স্পর্শ করেছেন ৫৫ বার, যেখানে তিনি সব মিলিয়ে পাস দিয়েছেন ২৮টি। এর মধ্যে ২২টি ছিল সফল পাস। সাফল্যের হার ৭৯ শতাংশ। কিন্তু এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পাস ছিল মাত্র ১টি। এমনকি এ ম্যাচে ৭ বার ড্রিবলের চেষ্টা করে একবারও সফল হননি। আর এই পরিসংখ্যানগুলোই মূলত তুলে ধরছে নেইমারের বাজে পারফরম্যান্সকে। এদিন ম্লান পারফরম্যান্সের পাশাপাশি ৯ মিনিটে সমর্থকদের মনে ভয়ও ধরিয়ে দিয়েছিলেন নেইমার। এ সময় হেড দিতে গিয়ে প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়ের সঙ্গে মাথায় সংঘর্ষ লাগার পর মাঠে শুয়ে পড়েন নেইমার। পরে অবশ্য দ্রুতই খেলায় ফিরে আসেন তিনি। এরপর ২২ মিনিটে দারুণ একটি সুযোগ এসেছিল তাঁর সামনে। কিন্তু নিজে শট না নিয়ে সতীর্থ গিয়ের্মেকে পাস দেন দিনি। পরিসংখ্যানের নানা দিকে পিছিয়ে থাকলেও একটি দিকে এগিয়ে ছিলেন নেইমার।

দিবারাত্রি ফুটবল প্রতিযোগিতা

সেখ আব্দুল আজিম ● চন্ডীতলা

আপনজন: দিবারাত্রি ফুটবল প্রতিযোগিতা ও আতশবাজি এবং দুস্থদের কম্বল বিতরণ করা হয় নবাবপুর রেউয়াজির চক সোশ্যাল যুবক সংঘ এবং গ্রামবাসী বৃন্দের পরিচালনায় নবাবপুর অঞ্চল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন মাঠে। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন বিশিষ্ট আইনজীবী এবং শ্রীরামপুরের সাংসদ সম্মানীয় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। উক্ত দিবারাত্রি ফুটবল খেলায় উপস্থিত ছিলেন চন্ডীতলার বিধায়িকা মাননীয়া স্বাতী খন্দকার খন্দকার এছাড়া নবাবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রিনা সাঁতরা নবাবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জাহাঙ্গীর মল্লিক সাহেব এছাড়া উক্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের আনিসুল রহমান নস্কর ও সদস্য বৃন্দ প্রমুখ। চন্ডীতলা ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মদক্ষ সমাজসেবী সেখ মোশারাফ আলী আরো অন্যান্য বিশিষ্ট গুনীজনরা। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং নবাবপুর অঞ্চল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের লাইফ টাইম প্রেসিডেন্ট জনাব লুৎফর রহমান সাহেব ছাড়াও চন্ডীতলা থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ছাড়া ও চন্ডীতলা থানার পুলিশ।মঞ্চে উপস্থিত বিশিষ্টজনদের গুনীজনদের ব্যাচ উত্তরীয় পুষ্পস্তক এবং মোমেন্ট দিয়ে সম্মান প্রদান করা হয়। অনাথ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকী দুস্থদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করে তিনি বিদায় দেন উক্ত ফুটবল প্রতিযোগিতার মঞ্চ থেকে। উপস্থিত ছিলেন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের দুই ফুটবলার আজহারউদ্দিন এবং ইসরাফিল দেওয়ান। দিবারাত্রি ফাইনাল খেলায় নবাবপুর নাঈমখাতে একাদশ কে হারিয়ে জয়ী হয় এস কে ফরেস্টার মশাট। দিবারাত্রি খেলায় ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ ম্যান অফ দ্যা সিরিজ হিসাবে বিবেচিত হয় এস কে ফরেস্টার মশাট। এখন সবার খবরের তরফে একটি স্মারক তুলে দেন চন্ডীতলার বিদায়িকা স্বাতী খন্দকার মহাশয়া। রানার্স এবং উইনার্স দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন নবাবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জাহাঙ্গীর মল্লিক সাহেব এছাড়া নবাবপুর রেউজির চক সোশ্যাল যুবক সংঘের সভাপতি হাজী মুকিম মল্লিক এবং আব্বাস মল্লিক এছাড়া কেরামত আলী মল্লিক মইনুদ্দিন মল্লিক প্রমুখ। উক্ত দিবারাত্রি ফুটবল প্রতিযোগিতা অধীর আগ্রহে দর্শকদের উল্লাস লক্ষ্য করা যায়। গ্রামের ফুটবল দিনের পর দিন আগের জায়গায় ফিরে ফিরে আসছে দেখা যাচ্ছে।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**